হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

আশ্চর্য উল্কা

আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

আশ্চর্য উল্কা

আশ্চর্য উল্কা

রাতটা ভারী সুন্দর
হ্যাঁ, কিন্তু খুব গরম। যেন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি।

উল্কা! কুট্টুস, চটপট শুভ কামনা কর!
আমি যদি তুমি হতাম ওসব না ভেবে, কোথায় যাচ্ছি সেটাই দেখতাম।

সপ্তর্ষিমণ্ডল...

কুট্টুস, দ্যাখ বড় একটা তারা।
কোনটা?

অসাধারণ...সপ্তর্ষিমণ্ডলে কী বড় একটা তারা!
সপ্তর্ষি? ওসব বুঝি না...কোথায়?

সপ্তর্ষিমণ্ডলে বড় তারা...ভাবিয়ে তুলল!
টিনটিন, লক্ষ লক্ষ তারা আছে। একটা তারা নিয়ে কী এসে যায়!

গোলমেলে ব্যাপার! বাড়িতে পৌঁছেই মানমন্দিরে ফোন করব।

হ্যালো? মানমন্দির? বলতে পারেন...এই এখনই খুব বড়, উজ্জ্বল একটা তারা দেখলাম সপ্তর্ষিমণ্ডলে, অবাক লাগছে...
ওঁকে জিজ্ঞেস করো এত গরম কেন?

হ্যালো?...কী?...আপনারা নজর রাখছেন?...বুঝলাম... হ্যালো?...হ্যালো?... হ্যালো?...ওঁরা ফোনটা ছেড়ে দিয়েছেন!
?

অদ্ভুত ব্যাপার । ওরা ফোনটা হঠাৎ নামিয়ে রাখল কেন ? আর কী গরম ! ধুস !...
?
নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না ! ওটা প্রতি মিনিটে বড় হচ্ছে !
সত্যিই অদ্ভুত । ...এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না । আয় কুট্টুস, মানমন্দিরে যাই ।
ক্রিররররিং
মানমন্দির
আগে কখনও এত বড় দেখায়নি !
ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাই । দয়া করে...
সম্ভব নয় । উনি ব্যস্ত...
?
মানমন্দির
এরও একটা সীমা আছে ! মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া !
কী সাহস !
ক্রিররররিং
রররিং
তুমি ফের এসেছ ! আগেই বলেছি, উনি ব্যস্ত । উনি পারবেন না ।
এখন এতে আর কিছু যায় আসে না । মানমন্দিরে আগুন লেগেছে !...
কী কাণ্ড ? কোথায় ?
এসো, দেখাচ্ছি !
?!
দুম
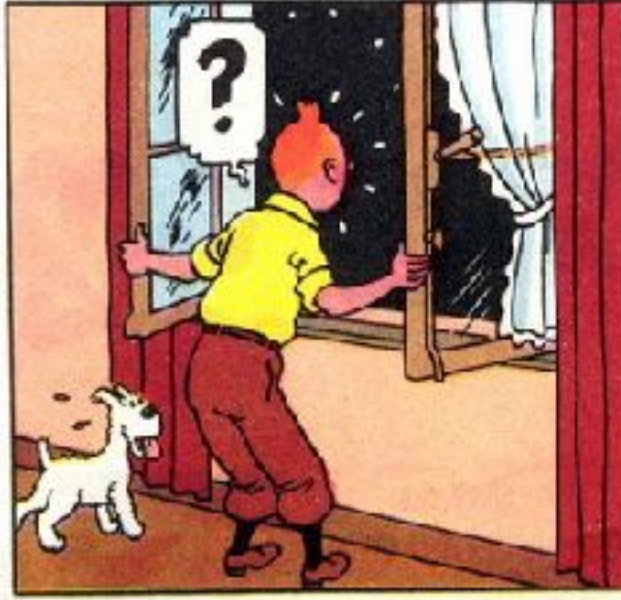
কী অদ্ভুত শান্ত আর নির্জন। যেন কেউ নেই এখানে....

আঃ, একজনকে পাওয়া গেছে!
নির্ভুল রায়! বুঝেছ রায়!

ক্ষমা করবেন, সার। আমাকে বলতে পারেন...
ওই কথাটাই ওদের বলেছি : "এটা একটা রায়।"

রায়! হ্যাঁ!...রায়, ভুলে যেয়ো না!
?
?

প্রবেশ নিষেধ

প্রবেশ নিষেধ
ঠক
ঠক
ঠক

ঠক
ঠক
প্রবেশ নিষেধ
ঠক
ঠক
ঠক
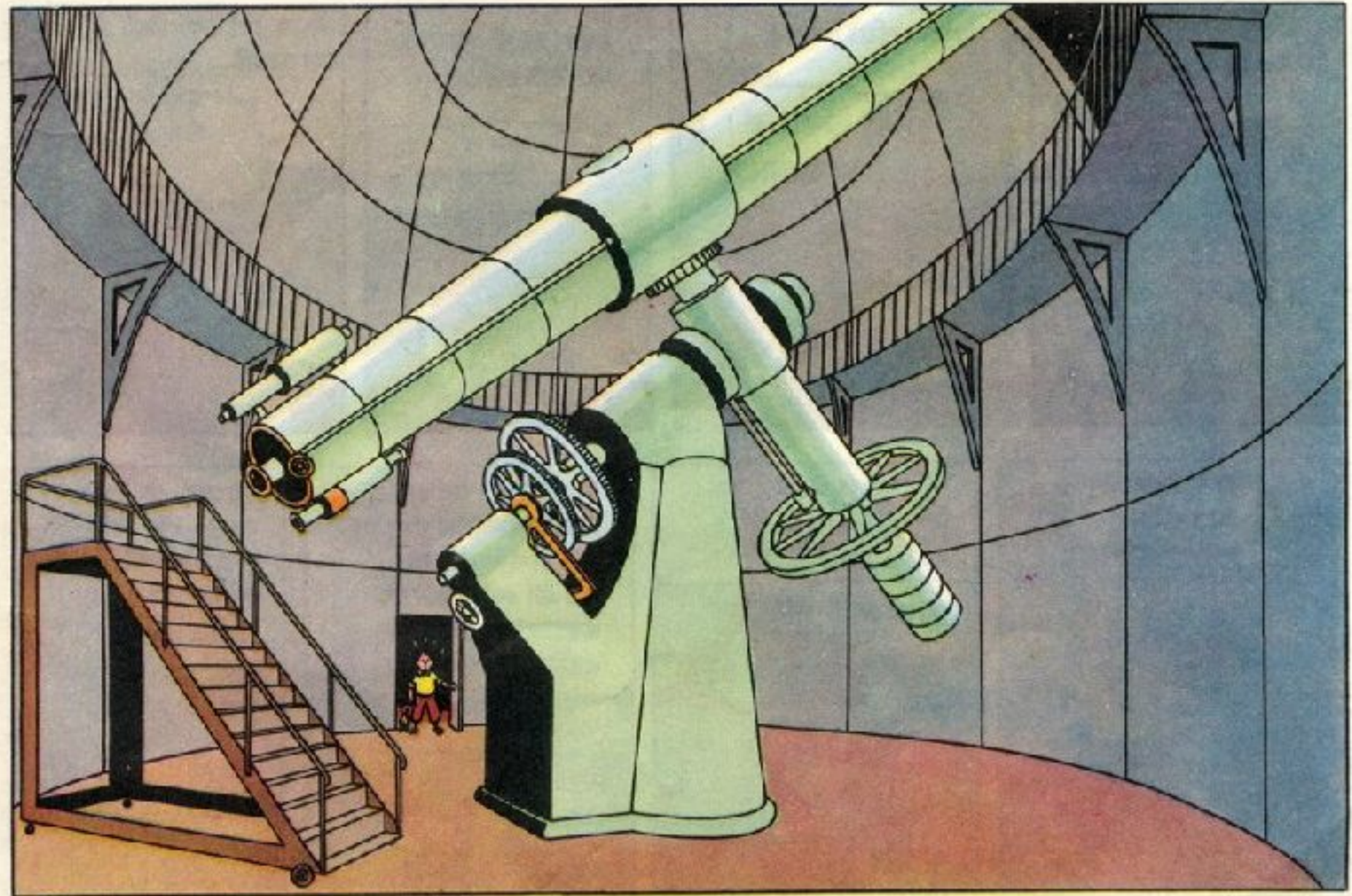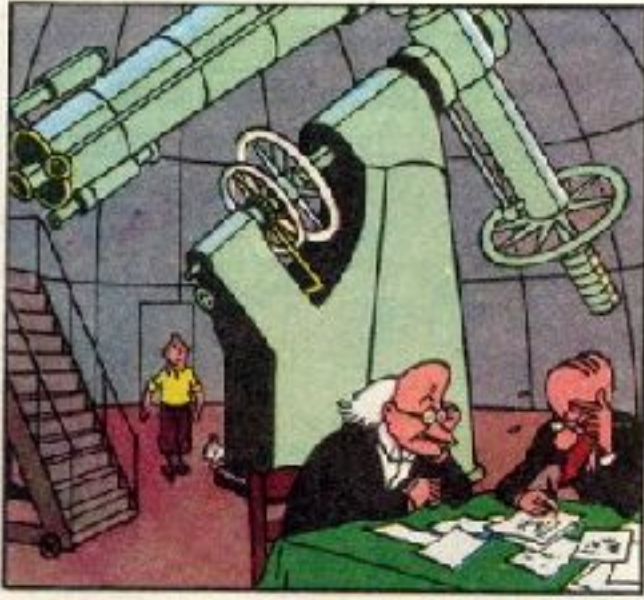
ক্ষমা করবেন। মানমন্দিরের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।
শ শ শ ! আমি !

আমিই, কিন্তু শ শ শ ! চুপ...আমার সহকর্মীকে বিরক্ত কোরো না। খুব জটিল একটা অঙ্কে উনি ডুবে আছেন। অঙ্কটা শেষ হওয়ার আগে যদি চাও দূরবিনে চোখ লাগিয়ে দ্যাখো। দেখার মতো একটা দৃশ্য।

তাকিয়ে দেখা যাক।
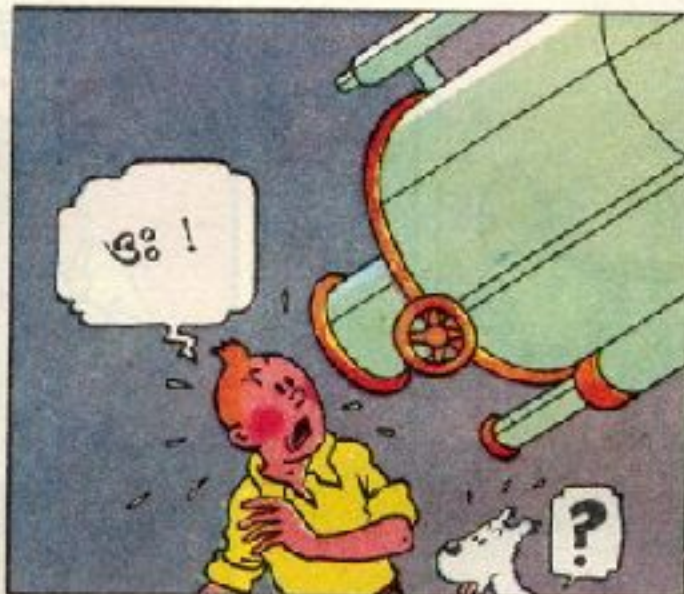
ওঃ !
?

ভয়ংকর দৃশ্য, সার ! ভয়ংকর দৃশ্য !
হ্যাঁ, এক অর্থে এটা সত্যিই ভয়ংকর...

বিশাল ! সত্যিই বিশাল !
বিশাল, হ্যাঁ !

লোমশ সব পা ! ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয় !
ওর পা ?... কীসের পা !

কীসের পা !...কেন, বিরাট ওই মাকড়সাটার...
মাকড়সা ?...ঠাট্টা করছ নাকি ?

আপনি নিজে এসে দেখে যান !

শনির বলয়ের দোহাই !...তুমি ঠিক বলেছ...নিশ্চয়ই এটা একটা মাকড়সা !...
দেখলেন তো !

কী অসাধারণ ! অসাধারণ !... সেটা সেগমেন্টটার লক্ষণ ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে...অন্তত... না ! এটা একটা এরানিয়াস ডায়াডেমাটাস ! বিরাট এক এরানিয়াস ডায়াডেমাটাস !

যাই হোক, এটা একটা মাকড়সা ! উঃ ! একটা দৈত্য !...আর এটা মহাকাশ ভ্রমণ করছে... যদি ধরে নিই, এটা ?... ?
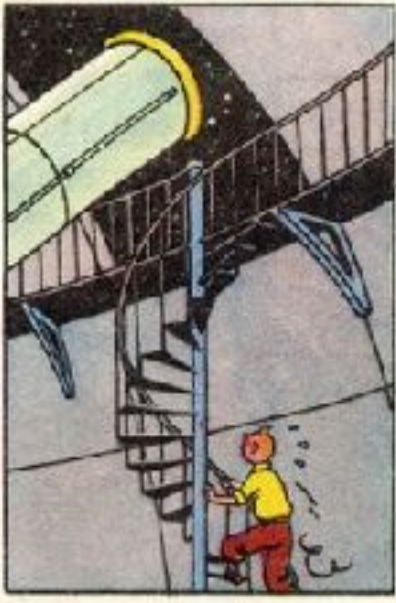
প্রোফেসর, উত্তর পেয়েছি...একটা মাকড়সা লেন্সের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল...এখন নেই, চলে গেছে...মরণ !

মাকড়সা ! বেচারা খুদে মাকড়সাই ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে ! বোকা বানিয়েছে ! ...

ঘেউ-উ

এসো, এখন দ্যাখো...

কী দেখছ ?

দেখে মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে... আগুনের বিশাল একটা গোলা...

অগ্নিগোলক !...বি-শা-ল ! আগুনের গোলা !
?

হ্যাঁ, বিপুল ভর সমন্বিত এই বস্তুর মধ্যে চলেছে নিউক্লীয় সংযোজন ।
কিন্তু কেন এটা বড়, আরও বড় হচ্ছে... আমাদের চোখের সামনে ? বেড়েই যাচ্ছে, তাই না ?

ওটা অবিশ্বাস্য গতিতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে, তাই না ?
আমাদের দিকে ছুটে আসছে ?...কিন্তু যদি এভাবে আসতেই থাকে ?

হ্যাঁ, ওই অগ্নিগোলক পৃথিবীতে এসে ধাক্কা খাবে !
সে কী ? তার মানে,

...পৃথিবীর শেষ, হ্যাঁ !

কাজ শেষ করেছি, স্যার। এই হল গণনার কাগজপত্র। আগামীকাল সকালে ঠিক আটটা বেজে ১২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে সঙ্ঘর্ষ ঘটবে।

পৃথিবীর শেষ...
সকাল আটটা সাড়ে ১২ মিনিটে... ভাল...আমি, দেসিমাস ফস্টল বিপর্যয়ের মুহূর্তটি নির্ধারণ করেছি। আগামীকাল আমি বিখ্যাত হয়ে যাব!

কিন্তু...অসম্ভব...আপনি... মানে... আপনার গণনা হয়তো ভুল।
স্যার!!!
ভুল করেছি? আমরা? ভাবলে কী করে...? ঠিক আছে! নিজে দেখে নাও।

!
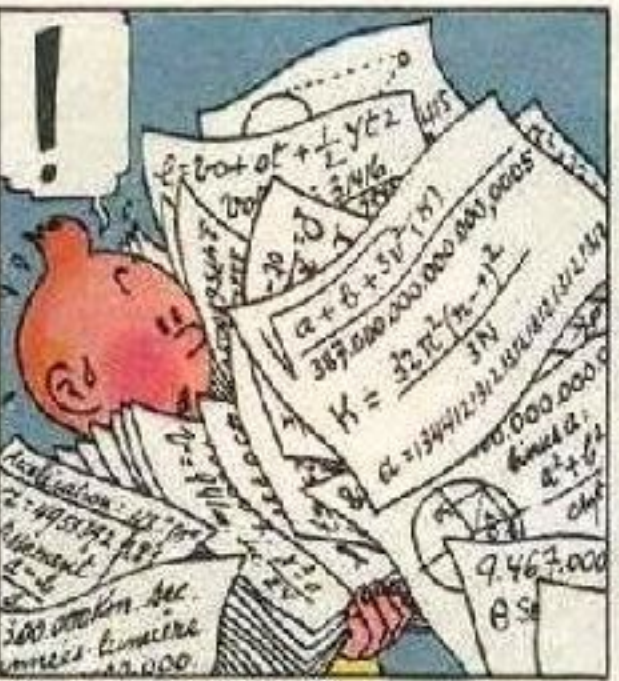
আমি...আমি নিশ্চিত, এগুলো সব ঠিক! ...আপনার কথাটাই মেনে নিচ্ছি! বিদায়!

পৃথিবীর শেষ!

কুট্টুস, কী হয়েছে?

বাঁচাও!

একেবারে ঠিক সময়ে!

ইঁদুর!...নর্দমা থেকে লাখ লাখ ইঁদুর বেরিয়ে আসছে!...নিশ্চয় ভয় পেয়েছে!

উঃ, চলে গেছে!... কুট্টুসের কী হল?

কুট্টুস!

ফটাস
ফট
?

প্রচণ্ড গরমে টায়ার ফাটছে...

কুট্টুস !...
কুট্টুস !

ও, তুই ওখানে ? কী করছিস ? যখন ডাকলাম এলি না কেন ? আয় !

কুট্টুস নড়তে পারছে না... মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে... অসাড় হয়ে গেছে !
বাঁচাও টিনটিন, বাঁচাও !

বেচারা কুট্টুস !

এ কী... ? ও, এখন বুঝতে পারছি, প্রচণ্ড তাপে পিচ গলে গেছে...

তারাটা চুলোয় যাক !

হায় !...ওরা যদি জানত !...

টং টং
টং টং
টং টং
টং

রায় বেরিয়েছে। দুঃখের সময়। পৃথিবীর শেষ ঘনিয়ে এসেছে।
?

আমি ভবিষ্যদ্বক্তা ফিলিপলাস ! আমি ঘোষণা করছি, শেষের সে দিন ভয়ংকর !... মানুষ সব ধ্বংস হয়ে যাবে ! যারা বাঁচবে তারা মরবে খিদেয়, ঠাণ্ডায় ! ...মড়ক, দুর্ভিক্ষ, হায় !

শুনুন, গণকঠাকুর ! বাড়ি যাচ্ছেন না কেন ? ভাল চান তো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন !...

শুনলেন ? গণক ফিলিপলাসের মুখের ওপর কথা বলছে । এমন সাহস ... শয়তানের মুখপাত্র... শয়তানের ছেলে...

তোর প্রভু, শয়তানের কাছে ফিরে যা !

প্লেগ হবে ! বিউবনিক প্লেগ !...জ্বর ! পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, শয়তানের ভৃত্য !
লোকটার কথা মোটেই ভাল লাগছে না !

যাক, শেষ পর্যন্ত বাড়ি এলাম !

অলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে !

উঃ !
?

ধুস ! জানালার ফ্রেম এত গরম যে আঙুল পুড়ে যায় আর কী !

বেচারা কুট্টুস...তেষ্টায় মারা যাচ্ছে । টবের গাছটাও নেতিয়ে পড়েছে ।

পৃথিবীর শেষ, কুট্টুস ! পৃথিবীর শেষ !...পৃথিবীর শেষ ! কী বলছি, বুঝতে পারছিস, কুট্টুস ?

তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা, অন্ধকারের রাজা !

এবার নিশ্চয় আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবেন !

মনে হচ্ছে একটু বিশ্রাম দরকার । খুব ক্লান্ত লাগছে...

ধুস !...ঢের হয়েছে । ...

ঢং

?

এখানে কী করে ঢুকলেন ?
মহাপুরুষরা যেখানে ইচ্ছে যান, আসেন !

জানি না কীভাবে এখানে ঢুকেছেন, কিন্তু বেরোবেন কী করে । বেরোন, বলছি ।
হুমকি দিচ্ছ ?

চুপটি করে বোসো । তোমার জন্য কী এনেছি দ্যাখো ।

?
হ্যাঁ ! রায়টা দেখে নাও ! বিশাল মাকড়সা !

বেরোও ! একা থাকতে দাও !
?

ধুস ! স্বপ্ন দেখছিলাম... ঘড়িটা আমাকে জাগিয়ে দিল ।

ঠিক আটটা ! বারো মিনিট বেশি... অন্তত...এখন ভেবে দেখি, আমার ঘড়ি পিছিয়ে...

চটপট, ফোন করে সময়টা জেনে নিই ।

...সেকেন্ড...পিপ..পিপ... পিপ...তৃতীয় হবে আটটা বারো মিনিট কুড়ি সেকেন্ড... পিপ...পিপ...পিপ...হবে আটটা বারো ও তিরিশ সেকেন্ড...পিপ...পিপ...
বাঁচাও !

এই তো সেই ! পৃথিবীর শেষ !!

মরে গেছি !...

না !...দ্বিতীয়বার ভেবে দেখলাম, আমরা মরে যাইনি...এটা পৃথিবীর শেষও নয়... ভূমিকম্প, আর কিছু না ।
ওঃ ?...এই কি সব ?

ভাবছি, মানমন্দিরে কীভাবে ওরা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দেবে !...হ্যালো ?...হ্যালো হ্যালো ?...টেলিফোন কাজ করছে না ।...আয় কুট্টুস, আমরা যাই ।

হুররে !...হুররে ! এটা স্রেফ ভূমিকম্প !...

মানমন্দির পর্যবেক্ষক

আরে বাবা, আসছি !

হুররে ! হুররে ! পৃথিবীর ধ্বংস মুলতুবি রইল !

হুররে ! হুররে !... জীবন কত সুন্দর !

প্রবেশ নিষেধ

প্রবেশ নিষেধ

প্রবেশ নিষেধ

গোলমেলে লোক !...বোকা !
কী করেছে ?

বন্ধুগণ, চাঞ্চল্যকর একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি । একটা ধাতু পেয়েছি, যা এতদিন ছিল সম্পূর্ণ অজানা ।

স্পেকট্রোস্কোপের কথা তো জানো । এই যন্ত্র দিয়ে তারার উপাদানগুলো আমরা আবিষ্কার করতে পারি, এমন সব উপাদান, যা এখনও পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি । এই হল উল্কার স্পেকট্রোস্কোপে ধরা ফোটো, যে উল্কা আজ আমাদের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে । প্রতিটি রেখার প্রতিটি সমষ্টি একটা ধাতুর বৈশিষ্ট্য বহন করছে । কেন্দ্রে এই রেখাগুলো উল্কার ভেতরের অজ্ঞাত এক ধাতুর পরিচয়বাহী । বুঝলে ?

ইয়ে... কিছুটা...

আবার উল্কার কথায় আসি প্রোফেসর ...পৃথিবীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটেনি । তা হলে ভূমিকম্প হল কেন ?

উত্তর দাও। চাঁদমারি তোমার ভাল লাগে, না কি লাগে না ?
আমি...ইয়ে... চাঁদমারি ? আমি... হ্যাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ...কিন্তু...

যাও, দশ টাকা দিয়ে একটা চাঁদমারি কিনে আনো ! আমার আবিষ্কার যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপন করতে হবে।

ভূমিকম্পের কথা জিজ্ঞেস করছিলে ?...হ্যাঁ...উল্কার একটা অংশ পৃথিবীতে পড়ার জন্যই এটা হয়েছে। কোথায় ওটা পড়েছে জানতে পারলেই, আমরা ফস্টলাইট পেয়ে যাব।

প্রোফেসর !.. প্রোফেসর ! শুনুন, কী লিখেছে...

"কেপ মরিস-এর কেন্দ্র। (গ্রিন ল্যান্ডের উত্তর উপকূলে) জানাচ্ছে, উত্তর সমুদ্রে একটা উল্কাখণ্ড পড়েছে। সিল-শিকারিরা দেখেছে একটা আগুনের গোলক আকাশ পেরিয়ে দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড পরে পৃথিবী প্রচণ্ড কেঁপে ওঠে..."
শনির বলয়ের দোহাই !

সমুদ্রে পড়েছে !...ঢেউয়ে ডুবে গেছে, সেইসঙ্গে গেছে আমার আবিষ্কার ! ফস্টলাইট যে আছে, তার প্রমাণটাও গেল !
তা হলে ঘটনা এটাই, কুট্টুস ! ফস্টলাইট জলে তলিয়ে গেছে !

সব শেষ ! আমার উল্কার টুকরো, আমার ফস্টলাইট !
আয়, কুট্টুস ! উনি বরং একা থাকুন।

বেচারা প্রোফেসর ফস্টল ! ওঁর উল্কার টুকরো সমুদ্রে পড়ে যাওয়ায় উনি মনে খুব আঘাত পেয়েছেন।
এমনকী ওঁর চাঁদ মারিটাও আমাদের দিতে ভুলে গেছেন।

এখন আবার কী ? বান ? না কি ভূমিকম্পে জলের মেন পাইপ ফেটেছে ?

ইটে পা দিয়ে এগোলে জুতো ভিজবে না।

ঝপাং

ধুস ! এটা আগে কেন ভাবিনি ?
?

কুট্টুস, এই ইটটা দেখছিস তো ?
হ্যাঁ, দেখছি !...

তা হলে দ্যাখ !...

কিছুদিন পরে...

এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী দল শীঘ্রই উত্তর সমুদ্রে রওনা হচ্ছে । এই দলে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা । সম্প্রতি ওই অঞ্চলে যে উল্কাখণ্ড পড়েছে, তা খুঁজে বের করাই এর উদ্দেশ্য । অনুমান, উল্কার কিছুটা অংশ জল ও বরফের ওপরে জেগে আছে ।

অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন প্রোফেসর ফস্‌টল। উল্কাখণ্ডে এক অজ্ঞাত ধাতু আছে বলে তিনি মনে করেন। দলের অন্য সদস্যরা হলেন :

...সুইডিশ স্কলার এরিক বিয়র্নস্তেনস্কোলড। সৌর উৎক্ষেপ নিয়ে তাঁর গবেষণাগুলি বিখ্যাত।

...সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনর পরফিরিও বোলেরো ওয় কালামারেস ;

...মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অটো শুলজি ;

...প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর পল কান্তনুউ ;
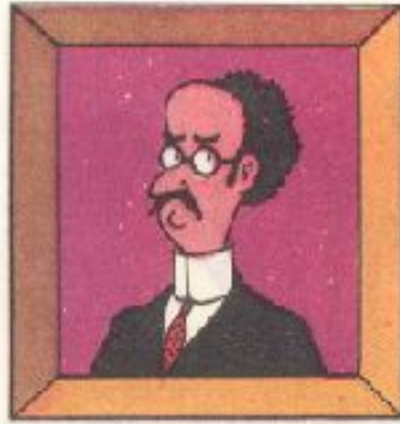
...সেনর পেদ্রো জোয়া দস মাস্তোস, কয়মব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ;

টিনটিন। তরুণ রিপোর্টার, গণমাধ্যমগুলির প্রতিনিধি ;
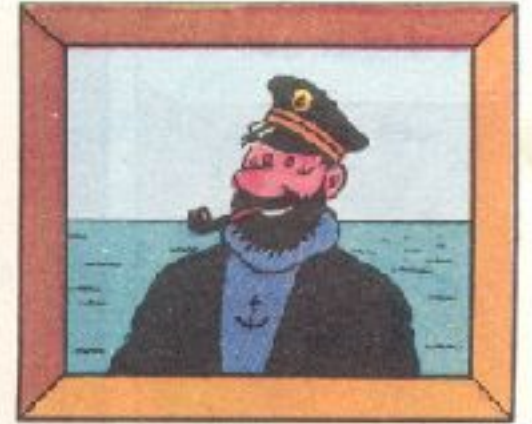
এবং প্রোফেসর হ্যাডক, এস.এস.এস. (সোসাইটি অব সোবার সেলার্স)-র সভাপতি। অভিযাত্রী জাহাজ 'অরোরা'-র তিনি কমান্ডার।
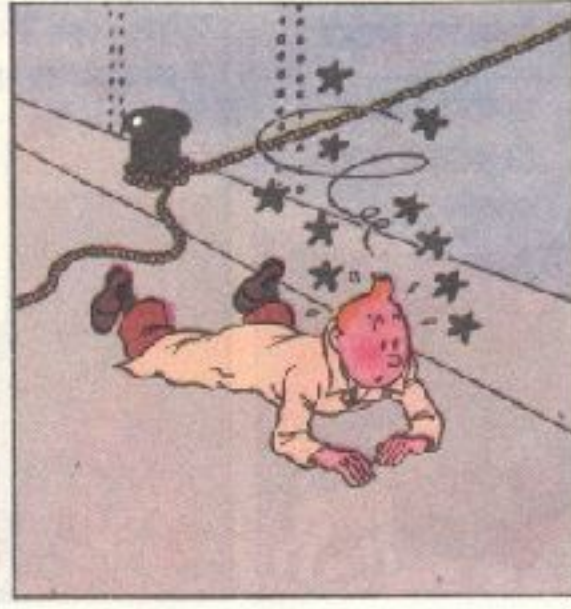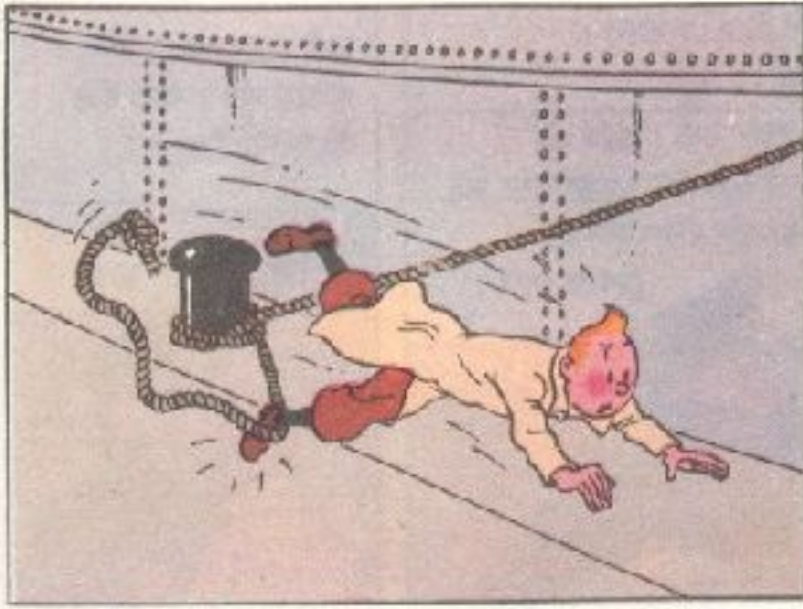
দড়িটার জন্যই যত গণ্ডগোল
...লোকটা উপে গেল...
ভাবছি, জাহাজে সে কী
করছিল।

আপনি কি পাহারা
দিচ্ছেন ?
হ্যাঁ।

ডেকে কাউকে ঘোরাঘুরি
করতে
দেখেছেন ?
না।

তা-ই ? ভাল !...
ক্যাপ্টেন হ্যাডক কি
ওঁর কেবিনে
আছেন ?
হ্যাঁ।

হ্যাঁ...না...খুব
একটা কথা বলতে
চায় না।
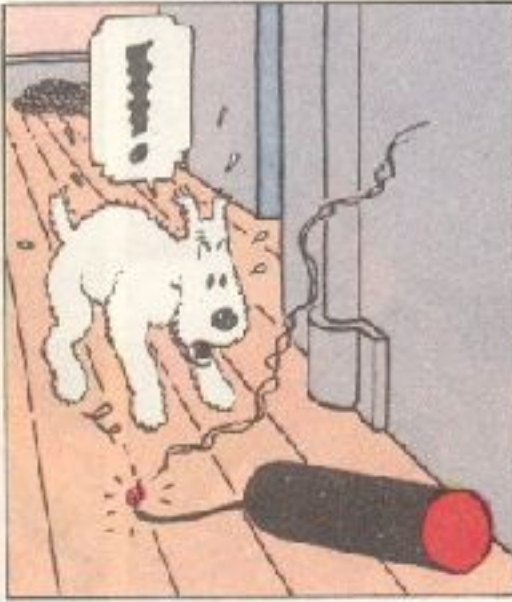
আরে, কুট্টুস কোথায়
গেল ? কুট্টুস কুট্টুস !
কুট্টুস !

!

ঠক
ঠক
ঠক
ঠক
ভেতরে
আসুন।

ক্যাপ্টেন, এখনই একটা লোককে
জাহাজে ঘুরতে দেখলাম।
ওকে চ্যালেঞ্জ করতেই পালিয়ে
গেল !...
?

উয়া !...
উয়া !...
উয়া !...

ওই তো কুট্টুস !
এই, কী
করছিস ?
মনে হচ্ছে, ও চায় আমরা
ওর পেছনে আসি।...

ঘেউ !
ঘেউ !

ডিনামাইট, ভাগ্য ভাল, কেউ ফিউজটা বিকল করে দিয়েছে !
আমাদের কুট্টুস... সে যথাসাধ্য করেছে, ক্যাপ্টেন...

জাহাজটা কেউ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ! না হয় জাহাজের সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি করতে চেয়েছিল ! কিন্তু কেন ?...
একটা কথা ! আমি যদি ওই উন্মাদটার ব্যাপার হাতে নিই, তা হলে দারুণ ফুলঝুরি দেখতে পাবে !

যা-ই হোক, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ! আমি বলি কী, আপনি টহল দিন !
ভাল বলেছ !

হ্যাঁ, আমাদের চোখ খোলা রাখতে হবে !

?

শয়তান,...আমার চোখে ধুলো দিতে পারবি না !

পেয়েছি তোকে, তুই একটা ইঁদুর !
বাঁচাও ! বাঁচাও !

ডিনামাইন রেখেছিস
জাহাজ ডোবাচ্ছিলি !

বেরিয়ে আয়, কেল্লো, আয়, দিনের আলোয় তোকে দেখি !

হা ঈশ্বর ! এ যে দেখছি প্রোফেসর ফস্টুল !
আমি নালিশ করব ! ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করব !

প্রোফেসর ফস্টুল, আমাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হ্যাডকের পরিচয় করিয়ে দিই... ওঁকে ক্ষমা করুন...তবে আমরা এখনই আবিষ্কার করলাম, নাশকতার চেষ্টা...
নাশকতার চেষ্টা ? তা কি সম্ভব ?
হ্যাঁ, ডেকে একটা ডিনামাইট !

ভাগ্যিস কুট্টুস বুদ্ধি করে ফিউজটা...
আসুন, দেখে যান...

?
কী ব্যাপার ?

ডিনামাইট ! হ্যাপিস !
?
গর্জনশীল টাইফুন !

দু' মিনিট আগেও ওটা এখানে ছিল !...বুঝতে পারছি না !
অসাধারণ !

ঢং
ঢং

ঢং
ঢং
ঢং
ঢং
আরে ! জাহাজের ঘন্টা !

ওখানে ডেক থেকে তুমি কি কিছু কুড়িয়ে রেখেছ ?
না...

কেউ নেই এখানে !

ক্যাপ্টেন, শুনুন...
কেউ ডাকছেন...
!

আমি প্রোফেসর কাস্তুমুণ্ড । ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।
আমি । নীচে যাচ্ছি ।

ঠকাস
?

প্রোফেসর তান্তুয়ুউ
কী হল ওঁর ?
বুঝতে পারছি না ! হয়তো পিছলে পড়ে গেছেন। ওঁর সুটকেসটা ভেঙে গেছে...
বেঁচে আছেন !

কিন্তু...ওটা আমার সুটকেস ! আমার সুটকেস।
আপনার কেবিনে ওটা রেখে এসেছিলাম।

কী হয়েছে বলুন, প্রোফেসর !
আমি...আমি...জানি না... মারাত্মক একটা আঘাত...মনে হল মাথার ওপর বিরাট ভারী কিছু পড়েছে...

হা!
হা!
হা!
হা!
হা!

হা ! হা ! হা ! হা !

তোমাদের রায় ঘোষণা হয়ে গেছে। সন্ত ফিলিপলাস
তোমাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন !

এটা উনিই করেছেন !...সুটকেসটা উনিই ফেলেছেন !

ছোট এই রকেটটা আমি পেয়েছি। তোমরা এবার সুন্দর ফুলঝুরি দেখতে পাবে !...

ডিনামাইট ! উন্মাদ বোকা ! উনিই ডিনামাইটটা নিয়েছেন...আমরা সবাই উড়ে যাব !

এক মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না !

এই যে !...আধ মিনিটের মধ্যেই সব 'হুস' !

তুমি ! চিনতে পেরেছি । তুমি হচ্ছ শয়তানের ভৃত্য । যাও এখান থেকে, পালাও ।

!

অরোরা

উঃ ! অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম । ভেবেছিলাম, ওটা জলে পড়ার আগেই ফেটে যাবে ।

উনি কী করছেন ওখানে ? ভগবানের দোহাই, নেমে আসুন !

খবরদার, ভগবানের নাম নিয়ো না বলছি । শয়তানের নাম নাও । তুমি আমাকে নীচে নামাতে পারবে না ।

উঁচু, আরও উঁচু । এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য ।
আত্মহত্যা করবে মনে হচ্ছে ! বেচারা !

হে ভবিষ্য নেমে আসুন । দেখুন, আমিও নেমে যাচ্ছি !

হ্যাঁ ! নীচে নামব ! নরকের ছায়ায় ফিরব, যখন তোমার কিছুতেই বিচ্যুত হওয়া উচিত নয় !

দোহাই ফিলিপলাস । আমি ফস্টল, মানমন্দিরের অধিকর্তা, আমাকে মনে আছে ? আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি । নেমে আসুন । দোহাই আপনার ।

তুমি ফস্টল নও । তুমি ওর চেহারা ধারণ করেছ । তুমি প্রতারক । তুমি ফস্টল নও !

আমি কিন্তু ক্যাপ্টেন হ্যাডক । এই জাহাজ আমার অধীনে । আমি আদেশ করছি, এখনই নেমে আসুন । পোড়া ফোসকা, চটপট !

দুঃখিত । ওপরের ছাড়া আর কারও আদেশ আমি মানি না । আমি এখানেই থাকব ।

শ্রোতাগণ, এবার তা হলে পাড়ি দেওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। মিনিটকয়েক পরেই 'অরোরা' উত্তর সমুদ্রে পাড়ি দেবে। এখন চলছে সংক্ষিপ্ত এক বিদায় অনুষ্ঠান। সোসাইটি অব সোবার সেলার্স তাদের সাম্মানিক সভাপতি ক্যাপ্টেন হ্যাডককে যথার্থ সুন্দর এক পুষ্পস্তবক উপহার দিয়েছেন।

এবার ইউরোপিয়ান ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ-এর প্রেসিডেন্ট পতাকা তুলে দিচ্ছেন অভিযানের নেতা প্রোফেসর ফস্টলের হাতে। ওই পতাকা উল্কাখণ্ডে পুঁতে দেওয়া হবে।

পতাকার দায়িত্ব আপনাকে দিলাম প্রোফেসর, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পতাকা শীঘ্রই উল্কাশীর্ষে শোভা পাবে। আমার আরও বিশ্বাস আপনি নিশ্চয়ই ওই উল্কাখণ্ড ও আপনার নতুন ধাতু খুঁজে পাবেন, যার অস্তিত্বের কথা আপনি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন।

ক্যাপ্টেন !
ক্যাপ্টেন !

কিছু একটা ঘটেছে !

ভয়ঙ্কর টাইফুন !

প্রোফেসর, এটা পড়ে দেখুন। আমার রেডিয়ো অপারেটর এই সঙ্কেতটা পেয়েছে...সে ওর যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল, তখনই হঠাৎ এই সঙ্কেতটা ধরা পড়ে...

সাও রিকো ! মেরু-জাহাজ 'পিয়ারি' গত সন্ধ্যায় সাও রিকো থেকে উত্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। ওই অঞ্চলে যে উল্কার টুকরো পড়েছে এবং যাতে এক অজ্ঞাত ধাতু আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাবে 'পিয়ারি'।

ওরা আমাদের টেক্কা দিল ! উল্কার টুকরো ওরাই দখল করে নেবে। সব শেষ...
থামুন। ওরা তো এখনও ওটা পায়নি।

টিনটিন ঠিক কথাই বলেছে। এখনও আমাদের সুযোগ আছে..

জাহাজের সবাই !...আমরা রওনা হচ্ছি !

প্রস্তুত হও, এখন

ভোঁ ওওওওও

এখন বিদায়ের মুহূর্ত ।... জাহাজ বন্দর ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে । 'অরোরা'-র যাত্রা শুরু হল । ...উল্কার খোঁজে এই যাত্রা...
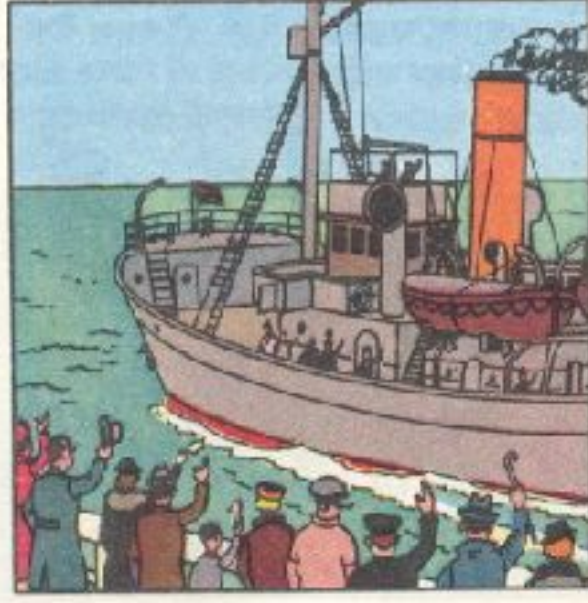
মেরু গবেষণাপোত 'অরোরা'-র যাত্রা নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আপনারা এতক্ষণ শুনলেন ! ইউরোপের সব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হল ।
হা ! হা ! হা ! আমি ওদের সৌভাগ্য কামনা করি ।
আপনি নিশ্চিত, ওরা সফল হবে না ?...

তুমি এতদিন আমার সেক্রেটারি আছ ! তাই এটা তোমার জানা উচিত, বোলউইঙ্কেল ব্যাঙ্ক যখন 'পিয়ারি' অভিযানে টাকা দিয়েছে, তখন ব্যর্থতার প্রশ্নই নেই । বিশ্বাস করো : 'অরোরা'-র কোনও আশা নেই ।
আমারও তা'ই আশা মিঃ বোলউইঙ্কেল । তবু...

হ্যাঁ, জানি, যা আশা করেছিলাম, তার চেয়েও আগে 'আরোরা' রওনা হয়েছে ।...দোষটা বোকা ওই হেওয়ার্ডের । কাজটা গুলিয়ে ফেলেছিল । চিন্তা কোরো না... সব আমার আয়ত্তে...
তা ভাল, ভাল...

দ্যাখো, বৈজ্ঞানিক অভিযান আসলে একটা ছল । উল্কার টুকরো ও প্রোফেসর ফস্টল বোকার মতো যে অজ্ঞাত ধাতুর কথা জানিয়ে দিয়েছেন, তা দখলে নেওয়াই আমার আসল মতলব । বিপুল এক ধনভাণ্ডার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে । বিপুল ধনভাণ্ডার ! আমি ওটা হারাতে চাই না !

আমরা ঠিক এগোচ্ছি, কুট্টুস !...
অরোরা

রহস্যের জাল কেটে যাবে, কুট্টুস ? কী সুন্দর বাতাস, আর সমুদ্র ।
হাঁ, তুমি মাছেরও গন্ধ পাবে ।...

আমি যা করছি, তুইও কর । গভীর শ্বাস নে । বিশুদ্ধ বাতাসে ফুসফুস ভরে নে !

চল, একটু ঘুরে দেখি
তবে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে এল ।

অরোরা
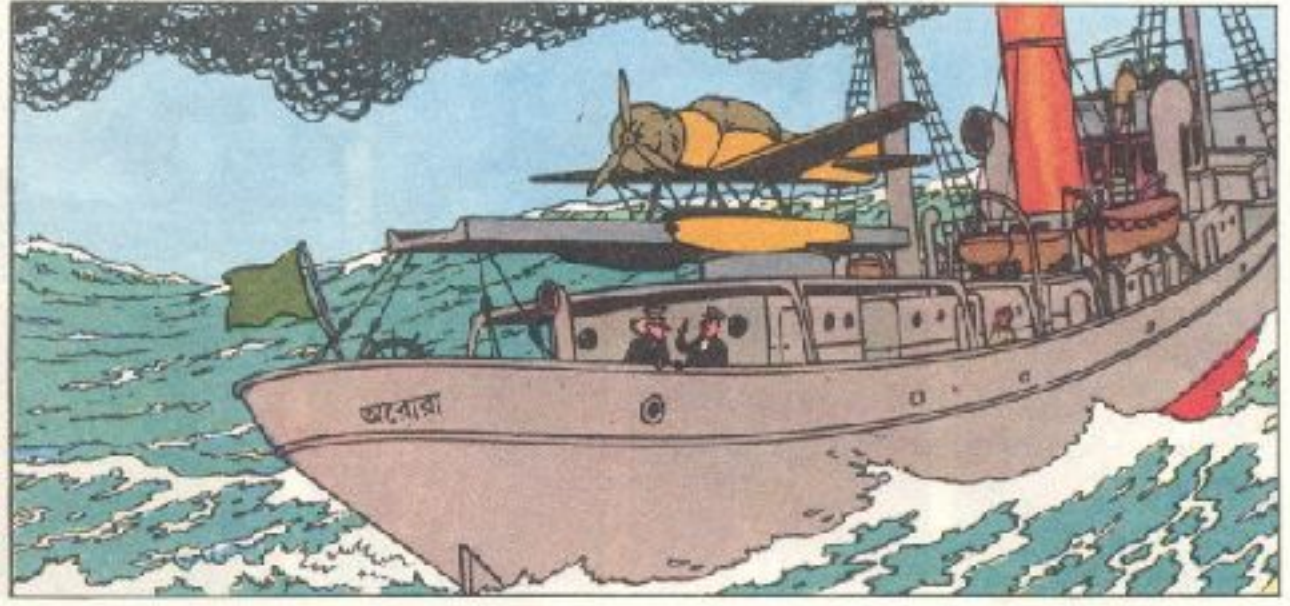
ওই দ্যাখ কুট্টুস, আমাদের সি-প্লেন ওখানে । উল্কার টুকরো খুঁজে বের করতে ওটা কাজে লাগবে ।

?

জানিয়ে দিন মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়েছে, সব তৈরি ।

দুপুরের খাওয়ার সময় হল, আপনারা আসুন !

কুট্টুস গেল কোথায় ? ওকে দেখছি না তো ।

এর মানে কী ? মেনুতে লেখা আছে 'সসেজ ও মাশ' ! ঠিক ? কিন্তু সসেজটা গেল কোথায় ?
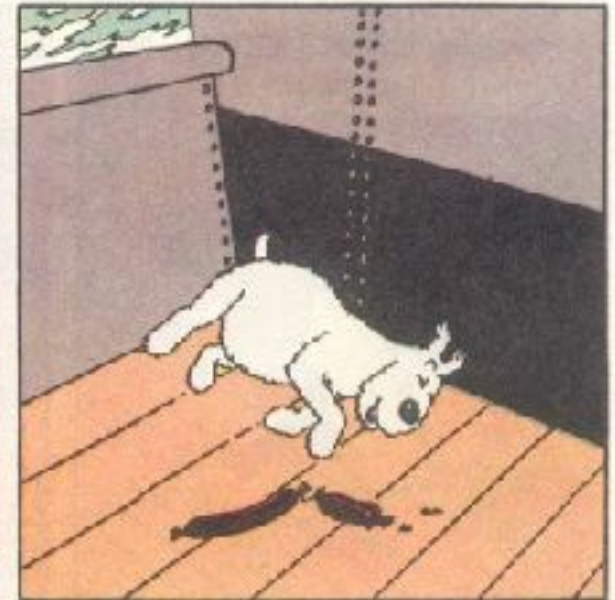
দু'-একদিনের মধ্যেই ওরা জাহাজে ঠিক হাঁটাচলা করতে পারবে।
সেই রাত্রে...
দু' চোখের পাতা এক করা যাচ্ছে না...জাহাজটা যেন নাচছে।
ওদিকে সাও রিকোয়...
'কেনটাকি স্টার'-এর আর কোনও খবর আছে?
না, মিঃ বলউইঙ্কেল...
বরং ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়া যাক।
আয় কুট্টুস, জাহাজের ব্রিজে যাই!
কী কাণ্ড! ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।
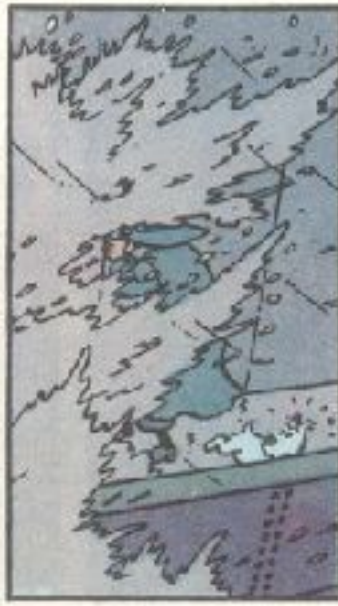
সাবধান কুট্টুস,
বিপদ !
উঃ !...আমি...
আমি ভেবেছিলাম
ভেসে গেছি ।
কিন্তু কুট্টুস ?
কুট্টুস কোথায় ?
কুট্টুস !
কুট্টুস !!
মারা যাচ্ছিলাম, কুট্টুস !
কী সাঙ্ঘাতিক ঝড় !
ও, তুমি ! চমৎকার
হাওয়া দিচ্ছে, তাই না ?
কী ? চমৎকার হাওয়া ? এটা
ঝড়বৃষ্টি
নয় ?
ঝড়বৃষ্টি ? বাঃ, কী কথাই
না বললে । শুকনো
বাতাস । ব্যস ।
তা হলে আর
বিপদ নেই ?
না । তবু সাবধানে থাকবে ।
কিছু দেখা যাচ্ছে না...আর
এখন সমুদ্রের যে জায়গাটা
দিয়ে যাচ্ছি সেখানে জাহাজ
চলে বেশি ।
বহু জাহাজ এদিকে যাতায়াত করে ।
তবে ধাক্কা লাগার অশঙ্কা খুব কম ।
সব জাহাজেরই সামনেটা দেখার
আলো আছে ।
বাঁচাও !
গর্জনশীল টাইফুন !

কী বলছ ?

সত্যি বলছি

আমরা রওনা হওয়ার আগের দিন রাত্রে কে একজন 'অরোরা'-র ক্ষতি করতে চেয়েছিল । এইমাত্র দুর্ঘটনা এড়ালাম । দেখে মনে হচ্ছে, এটাও আর একটা চেষ্টা ।

এস. এস. কেনটাকি স্টার । নির্দেশ পেয়ে অরোরাকে ডোবানোরও চেষ্টা করেছিলাম । ব্যর্থ হয়েছি । নির্দেশের অপেক্ষায় আছি ।

দিনকয়েক পরে...
আঃ ! সকালে ঠাণ্ডা লাগছে ! মনে হচ্ছে, উত্তর সমুদ্রের কাছে এসে গেছি ।

দেখেছ ? কাল রাতে বরফ পড়েছে ।

গরম জামা পরোনি ? এভাবে ঘুরে বেড়ালে ঠাণ্ডা লাগবে ।
হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন ।

আয় কুট্টুস, গরম জামা পরে নিই ।

ওকে বলা উচিত ছিল, ডেকে যেন সাবধানে চলাফেরা করে । সত্যিই পিছল...

বিপদ !

এবার আমরা ক্যাপ্টেনকে সুপ্রভাত জানিয়ে আসব ।
চাঞ্চল্যকর কিছু একটা করতে যাচ্ছি ।

এটা বেতারে পাঠিয়ে দাও !
হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন !

ই.এফ.এস. আর-এর প্রেসিডেন্টকে এম.এস. অরোরা । আইসল্যান্ড চোখে পড়ছে । আকুরেইরি বন্দরে থামব, আবার জ্বালানি নিতে হবে । জাহাজের খবর ভাল ।

মিঃ বোলউইঙ্কেল দেখুন, ইউরোপিয়ান ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চকে 'অরোরা'-র পাঠানো বার্তা । আমাদের ওয়্যারলেস অপারেটর এটা বাগিয়েছে ।
দাও !

আঃ !...ওরা আইসল্যান্ডের বন্দরে থামছে । চমৎকার ! চমৎকার ! প্রিয় জনসন, মনে হচ্ছে, ওখানে ওদের বেশিদিন থাকতে হবে । ছোট একটা নোট পাঠিয়ে শুরু করা যাক । লিখে নাও, জনসন...
বলুন, স্যার...

বোলডউইঙ্কেল ব্যাঙ্ক স্মিনার্সকে. গোল্ডেন অয়েল-এর জেনারেল এজেন্ট. রিকিয়াভিক, আইসল্যান্ড। আইসল্যান্ডে গোল্ডেন অয়েলের সব এজেন্টকে এখনই এই নির্দেশটা পাঠিয়ে দিন : অরোরার জ্বালানি নেওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ...এটাকে গোপন সাঙ্কেতিক ভাষায় পাঠিয়ে দাও।
হ্যাঁ, মিঃ বোলডউইঙ্কেল !

পরের দিন সকালে...
STOP
STAND BY
SLOW
HALF
FULL
AHEAD
ASTERN

আমরা তা হলে আকুরেইরি পৌঁছে গেলাম। এখানে কি বেশিদিন থাকতে হবে, ক্যাপ্টেন ?
আরে, না...

জ্বালানি নিতে যতক্ষণ। তারপরই আমরা গ্রিনল্যান্ড পাড়ি দেব।

ওখানে জ্বালানির কথাটা বলে আসি। এক মিনিটও লাগবে না।
GOLDEN OIL
আমি এখানে অপেক্ষা করছি !

সুপ্রভাত। আমার জাহাজে জ্বালানি নিতে চাই।
ভালই। তা, আপনার জাহাজের নাম কী ?

মেরু-গবেষণা জাহাজ 'অরোরা'। ক্যাপ্টেন হ্যাডক।
ও ? আপনিই 'অরোরা'-র ক্যাপ্টেন ?

ওঃ ! একটা খারাপ খবর দিই, ক্যাপ্টেন ! হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, এক ফোঁটাও তেল নেই...
?

কী বললেন ? তেল নেই ? অসম্ভব ! তেল আমি নেবই। শুনতে পাচ্ছেন, কী বললাম।
কথাটা শুনুন, আমি দিতে পারি না...মানে, এক ফোঁটা তেলও আমার নেই !

মনে হচ্ছে, তর্ক-বিতর্ক চলছে...

এটা অপমান। আমি বলছি, এটা অত্যন্ত অসম্মানের ব্যাপার।

মনে রাখবেন ! আকাশে থুতু ছুড়লে নিজের মাথাতেই পড়ে।

OIL

AGENCY
GOLDEN OIL

আরে...আরে...হয়েছেটা কী ?
গোল্ডেন অয়েল থেকে এক ফোটা তেলও পাওয়া যাবে না ।

কী এসে যায় ? আমরা আর কারও কাছে তেল চাইব । ব্যস ।
আর কারও কাছে ? সারা দেশে জ্বালানি তেলের একচেটিয়া কারবার করে গোল্ডেন অয়েল ।

তার মানে...আমরা এখানেই আটকে গেলাম ?
হ্যাঁ, আমরা আটকে গেছি । আর ওদিকে,

'পিয়ারি'র যাত্রা অব্যাহত থাকবে ।

কী করছ, চোখে দেখতে পাও না ?

আমি ? হাত-নাড়ানো সিগন্যালের লণ্ঠন ?... তুমি, কেন, তুমি একটা...
ওঃ !

আরে যা যা...
ভাগো হিয়াসে...

চোপরাও
চোপরাও

তবে রে-এ-এ-এ..
আয়, দেখে নিচ্ছি
?

পুরনো বন্ধু চেস্টার !... সেই আগের মতোই আছ !
প্রিয় বন্ধু ক্যাপ্টেন হ্যাডক ! তুমিও দেখছি বদলাওনি !

টিনটিন, তোমার সঙ্গে আমার পুরনো বন্ধু ক্যাপ্টেন চেস্টারের আলাপ করিয়ে দিই । কুড়ি বছরেরও বেশি আমরা এক জাহাজে ছিলাম ।
শুনে ভাল লাগছে । এতক্ষণ মনে হচ্ছিল খুনোখুনি করবেন ।

জ্বালানির জন্য অপেক্ষা করছ ?
তুমি তো বললে ?... কিন্তু কী দেশ ! পুরো দ্বীপে এক ফোটা জ্বালানিও নেই !

জ্বালানি নেই ?...গোল্ডেন অয়েলে তো প্রচুর তেল আছে । এখনই দেখে এলাম । ওরা কাল সকালে আমার ট্রলার 'সিরিয়াস'-এ জ্বালানি দেবে ।
কী ? লোকটা ধোঁকা দিচ্ছে আমাকে ?

গর্জনশীল দশ হাজার টাইফুন ! ওই জলদস্যুদের ক্যাপ্টেন হ্যাডকের সঙ্গে তামাশার সমুচিত শিক্ষা দেব !

চোরের দল !...কালোবাজারি !
...একচেটিয়া কারবারি !...
গিরগিটি, বিদঘুটে শশা !
হ্যাডক !

ছেড়ে দাও আমাকে ! ওই জোচ্চোরগুলোকে তাড়াব এখান থেকে ।
হ্যাডক, কথা শোনো ।
শান্ত হোন, ক্যাপ্টেন

শোনো, অহেতুক সময় নষ্ট করছ । জানো 'পিয়ারি' অভিযানের টাকা কে দিচ্ছে ? জানো না ? আজ সকালে বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে । টাকা দিচ্ছে সাও রিকোর বোলউইঙ্কেল ব্যাঙ্ক ।
তাতে কী এসে যায় ! জ্বালা ধরানো ফোস্কা, আমি চাই জ্বালানির তেল !...

ঠিক আছে, ঠিক আছে । জানো গোল্ডেন অয়েলের মালিক কে ?... জানো না ? সাও রিকোর বোলউইঙ্কেল ব্যাঙ্ক । বুঝেছ এবার ?
?

আমাকে ছেড়ে দাও !... এই পতঙ্গগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব !
শান্ত হোন, ক্যাপ্টেন ! একটা মতলব এসেছে !

মতলব ? তেল পাওয়া যাবে ?
হ্যাঁ ।
এসো, এক গ্লাস পানীয় নিয়ে আমরা ব্যাপারটা আলোচনা করব । চলো, পানশালায় যাই ।

একটা বোতল দিয়ে যাও তো, আর তিনটে গ্লাস ।
আপনাদের ওই পানীয় আমি খাই না । ধন্যবাদ । আমি টনিক ওয়াটার নেব ।
দুটো গ্লাস, আর টনিক ওয়াটার !

হা ঈশ্বর, ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি সোসাইটি অব সোবার সেলার্সের প্রেসিডেন্ট । তা হলে তো তোমাকেও স্রেফ জল খেতে হয় ।
ঠিক কথা... টনিক ওয়াটার...ভাল কথা...

ঢের হয়েছে, ধন্যবাদ !

এ-সবই তোমার জন্য হ্যাডক !
তোমার জন্য । শুধু তোমাকে খুশি করার জন্য আমার টনিকে এক ফোঁটা হুইস্কি নেব ।...পুরনো দিনের স্মৃতিতে...

মাত্র এক ফোঁটা...

ঢের, ঢের হয়েছে !

আ আ আ আ আ আ ?!...
এইসব জায়গায় টনিকে বেশ
কাজ হয়।

এবার বলো, তোমার মতলবটা কী।
আপনার জাহাজটা
কোথায় ভিড়েছে ?
হ্যাঁ, কোথায় ভিড়েছে,
"সিসি"..."সিরিয়াস"

অরোরার ঠিক পেছনে।
চমৎকার !...আপনি কাল তেল
নিচ্ছেন ? বাঃ
এবার শুনুন...
শো-শো-শোনো মন দিয়ে,
চেস্টার। এই বালকের
মাথায় বেশ বুদ্ধি খেলে।

পরের দিন সকালে...
GOLDEN OIL II

ক্যাপ্টেন,
আপনার
জাহাজের ট্যাঙ্কে
কি ফুটো আছে ?
তেল ভরছে না,
মনে হচ্ছে।
ঠিক আছে, ঠিক
আছে...ট্যাঙ্কগুলো
বড়। তেল
দিয়ে যাও।

SIRIUS

হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন। আমাদের
ট্যাঙ্ক ভরে গেছে...

এই কেবলটা পাঠিয়ে দেবেন ?
"ফিদার্স, গোল্ডেন অয়েল,
রিকিয়াভিক। হুকুম তামিল।
অরোরা এখানেই থাকছে। স্বাক্ষর :
পেইন।" সাত ক্রোনার লাগবে।

টেলিগ্রাফ
টু উ উ উ উ ট

ভালই। সিরিয়াস রওনা
হয়ে গেল।

সিরিয়াস নয়।
...ওটা অরোরা !!!

চলি বুড়ো। তোমাকে এখানে ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

তা হলে আবার আমরা চলা শুরু করলাম। এখন লাঞ্চ খেতে হবে।

আঃ! এই তো রাঁধুনি আমাদের। আজ কী রেঁধেছেন?
স্প্যাগেত্তি, ক্যাপ্টেন।

দুম

জানোয়ার! দাঁড়ান, আগে ওকে পাকড়াও করি।
দরজা খোলা রাখলে ওরকম জন্তুই বেরিয়ে আসে।

শোনো, অমন রাগ চোখে তাকিয়ো না। রাগ করতে নেই, ওতে সময় নষ্ট হয়। তোমার স্প্যাগেত্তি কারও তো ভাল লেগেছে! রসিকতার মনটা যেন নষ্ট হয়ে না যায়।

রঙ্গ-রসিকতার বোধটা যেন থাকে।

জ্বালা ধরানো, নীল কোটি কোটি ফোসকা!

খুদে জলদস্যুটাকে যতক্ষণ না পাকড়াও করছি, অপেক্ষা করো।

এক সপ্তাহ পরে...

আমরা এখন এখানে। তোমরা ৭৩° ও ৭৮° উত্তর, আর ৮° ও ১৩° পশ্চিম এলাকায় তল্লাশি চালাবে। ...বুঝতে পারছ ?
হ্যাঁ।

মোট কথা, ঝুঁকি নিয়ো না। আমরা যে সীমানা বেঁধে দিলাম, তার বাইরে যেয়ো না।

বেতারে যোগাযোগ রাখতে ভুলো না। এখন বিদায়। তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করি। উল্কার খোঁজে চোখ খোলা রেখো।
E. F. S. R.

অরোরা
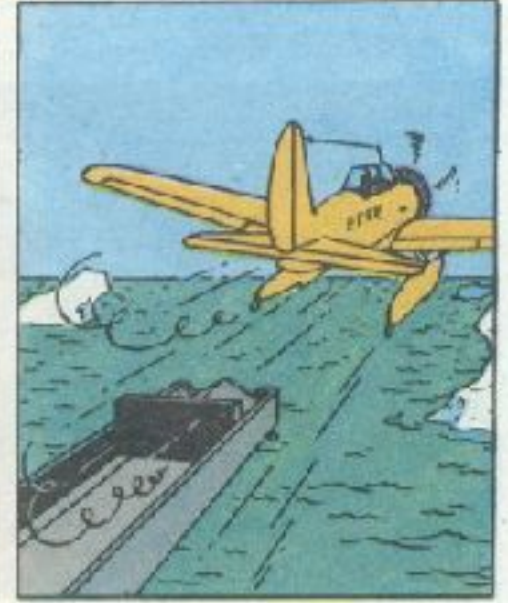
ওই ওরা যাচ্ছে...
আশা করি, ওদের কোনও সমস্যা হবে না।

হ্যালো ?...হ্যালো ?

হ্যালো ?...স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি... কী ? কী দেখছ বলছ ?
উল্কা ?

অদ্ভুত ব্যাপার। আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু ২০° পূর্বে একটা জায়গায় সাদা ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি।

দারুণ ব্যাপার। ওরা দিগন্তে সাদা বাষ্পের একটা স্তম্ভ দেখতে পেয়েছে।
জলদি। আমাকে মাইক্রোফোন দাও।

প্রোফেসর ক্যালকুলাস বলছি। কোনও নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কি বাষ্পের ওই স্তম্ভটা উঠেছে ?... তোমরা বলছ, কোনও মেঘ নেই ? আকাশ পরিষ্কার ?

ব্যস !...ওরা উল্কা খুঁজে পেয়েছে !!
?

সাবধান !...ইয়ারফোন...

কিছু মনে কোরো না। ভুলে গেছিলাম। হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, উল্কার জন্যই বাষ্পের স্তম্ভটা সৃষ্টি হয়েছে। ওর তাপে বরফ আগেই গলে গেছে। ওর চারপাশের জলও তেতে উঠছে।

জলীয় বাষ্প এভাবেই তৈরি হয়ে মেঘের মতো ওপরে উঠে গেছে। এটাই ওদের নজরে এসেছে।
পোড়া ফোসকার জ্বালা !

হ্যালো ? হ্যালো ? ...তোমরা উল্কাটা খুঁজে পেয়েছ !... কী আনন্দ ! হ্যালো ?...আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?

হ্যালো ? হ্যালো ? হ্যালো ? ওরা আর উত্তর দিচ্ছে না !...

বলুন ক্যাপ্টেন, এই তারগুলো কি কোথাও জুড়ে দেওয়া যায় ?
গর্জনশীল টাইফুন ! ওগুলো লাগানো হয়নি !

এবার এখানে গুঁজে দিলাম।

হ্যালো ? আঃ, তোমরা শুনতে পাচ্ছ...ফিরে এসো। উল্কার থেকেই বাষ্পটা তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ ...ফিরে এসো...তোমাদের যাত্রা সফল হয়েছে।

আচ্ছা, আমরা ফিরে আসছি।

ওই দ্যাখো, নীচে... !

হ্যালো ? হ্যাঁ ? কী বললে ? ধোঁয়া ?...জাহাজের ধোঁয়া ?... কোথায় ? কোন দিকে ?...

হ্যালো ? হ্যাঁ...ওরা বাষ্পস্তম্ভের দিকে এগোচ্ছে ? গর্জনশীল টাইফুন ! ওটা 'পিয়ারি', তাই না ?

ইতিমধ্যে...

আর. এস. পিয়ারি, বোলডউইঙ্কেলকে জানাচ্ছি, ই. এফ.এস.আর বিমান আমাদের দেখতে পেয়েছে। কাছেই অরোরা। এগোচ্ছি।

চিন্তা হচ্ছে। ওরা নামবে কী করে বুঝতে পারছি না। ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লাগতে পারে...

ওই তো ওরা এসে গেছে !

নামার জন্য তৈরি হচ্ছে...ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে না যাওয়াটাই আশ্চর্যের !

কুট্টুস, এখান থেকে অক্ষত শরীরে বেরোতে পারলে বুঝব ভাগ্য ভাল ।

গর্জনশীল টাইফুন !... একটার বাধা টপকাল ওরা...আর একটাও পেরিয়ে এল । উঃ ! অল্পের জন্য লাগল না !

এবার বেঁচে গেলাম, কুট্টুস !
FFSR

FFSR
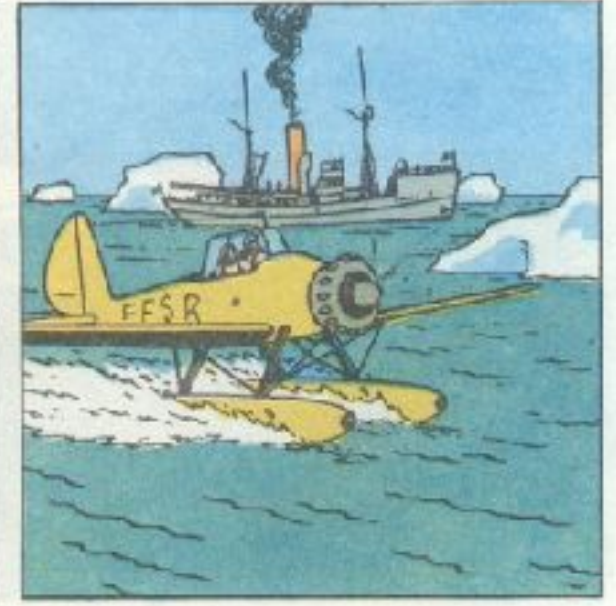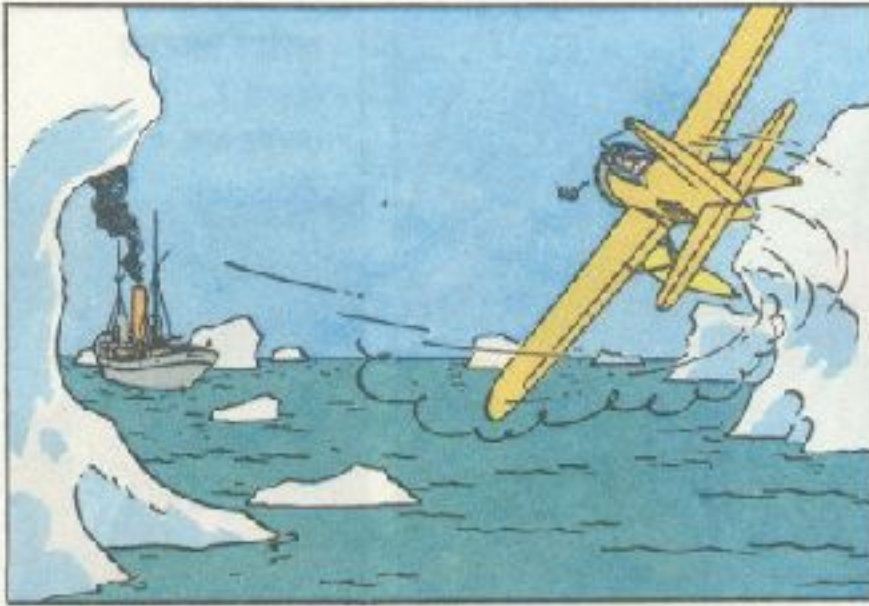
কী আনন্দ ! ওর জবাব নেই !

কী খবর ?
একটা মুহূর্তও নষ্ট করার সময় নেই, ক্যাপ্টেন...

'পিয়ারি' আমাদের চেয়ে আড়াইশো কিলোমিটার এগিয়ে । ওকে টপকে যেতেই হবে !
আড়াইশো কিলোমিটার এগিয়ে !!

সব শেষ...আমরা হেরে গেছি !
FFSR

না, ক্যাপ্টেন । এখনও সব শেষ হয়নি । আসুন, আমরা চার্টটা দেখি ।
সব বৃথা !

দেখুন, পিয়ারি এখানে....আর আমরা এখানে। আমাদের সর্বোচ্চ গতি ১৬ নট। পিয়ারি ১২ নটের বেশি যেতে পারে না। তাই প্রতি ঘণ্টায় ওদের চেয়ে আমরা ৬ কিমি এগিয়ে থাকব। ওরা ২৫০ কিমি এগিয়ে। তা হলে সাড়ে ৩৭ ঘণ্টায় পিয়ারিকে আমরা ধরে ফেলব...
হ্যাঁ, তবে তার আগেই ওরা না উল্কায় পৌঁছে যায়...

ক্যাপ্টেন, আমরা পিয়ারিকে টপকে যাওয়ার চেষ্টা করব।... এখন হতাশার সময় নয়, জয় আমাদের চোখের সামনে।
টিনটিন, ঠিক বলেছে। চেষ্টা করতেই হবে ক্যাপ্টেন।
তা না হয় হল !... কিন্তু ২৫০ কিমি !...

অসম্ভব। বৃথা চেষ্টা। এখন বাড়ি ফেরাই ভাল...

ঠিক আছে...ইয়ে...কথাটা কী জানেন ক্যাপ্টেন, উড়ে আসার সময় ঠাণ্ডায় প্রায় মারা যাচ্ছিলাম। একটু পানীয় পেলে ভাল হত।...
পানীয় ? তুমি ?...আরে... দেখি, আছে কি না...

একটা গ্লাস নিশ্চয় পাওয়া যাবে, ক্যাপ্টেন ?
নিশ্চয়। দিচ্ছি।

আর একবার ভেবে দেখলাম। মনে হচ্ছে, খেলা শেষ। এখন রণে ভঙ্গ দেওয়াই ভাল।...
!

রণে ভঙ্গ দেব ?...কভি নেহি !...জ্বালা ধরানো ফোসকা ! জয় আমাদের হাতের মুঠোয়। হাল ছেড়ে দেওয়ার সময় এটা নয়। গর্জনশীল টাইফুন ! আমরা কী করতে পারি, ওই জলদস্যুদের দেখিয়ে দেব।

চলে এসো ! যা দেখার আমরা দেখব...পা চালাও ! জাহাজের ডেকে দেখা হবে।

হাত লাগান চিফ ! গর্জনশীল টাইফুন ! পুরো স্পিড দিন। শত্রুরা ২৫০ কিমি এগিয়ে : ওদের ধরতে হবে !
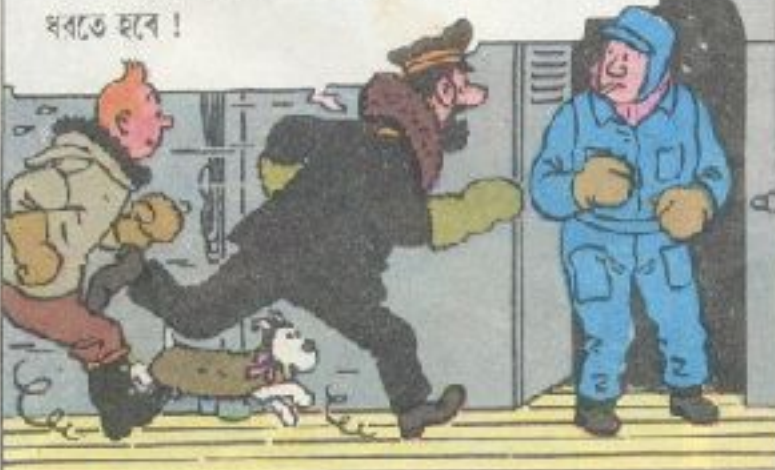
আপনি চালাচ্ছেন ! নিজের গন্তব্যপথটায় এগোতে থাকুন। উত্তর-পূর্বে। ডুবো বরফপাহাড় লক্ষ রাখবেন।
আচ্ছা সার !
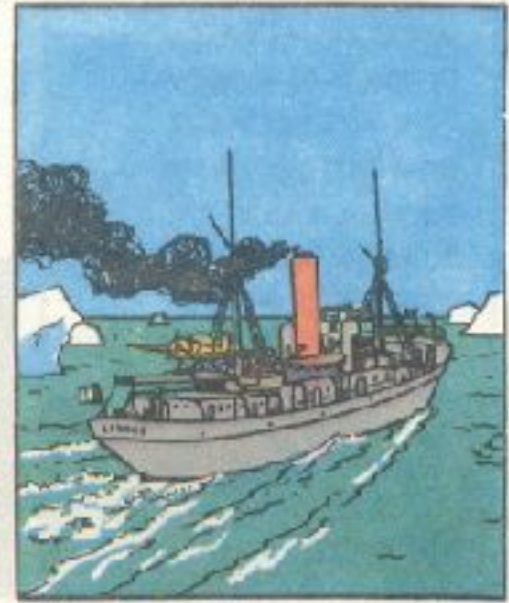
পরের দিন দুপুরে...
কী আনন্দ ! ওই তো দেখা যাচ্ছে । 'পিয়ারি'-র ধোঁয়া !

ওর চেয়ে জোরে যাচ্ছি । ... আজ সন্ধেবেলা, নইলে রাত্রে ওকে পেরিয়ে যাব ।

ক্যাপ্টেন !... সঙ্কেত !
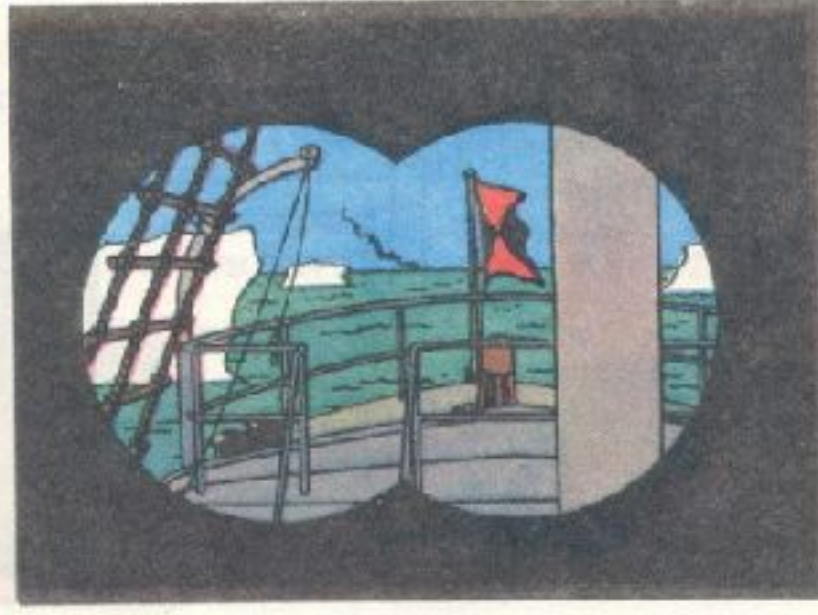
পড়ে দ্যাখো !... ..আমরা কী করব ? জ্বালা ধরানো ফোসকা, কী করতে যাচ্ছি আমরা ?
!

বিজ্ঞানীদের সালোঁয় আসতে বলো । বলো, একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে...

ভদ্রমহোদয়গণ ! এখনই একটা বার্তা পেলাম । পড়ে শোনাতে চাই । বিপদবার্তা । লেখাটা ভাঙা ভাঙা । ট্রান্সমিটারের হয়তো ক্ষতি হয়েছে । এমনকী, জাহাজের নামটাও অসম্পূর্ণ ।

এস.ও.এস. এস. ও.এস ...৭০°৪৫' উত্তর, ১৯°১২' পশ্চিম । ডুবোপাহা...সঙ্গে ধাক্কা...সাহায্য চাই...

ভদ্রমহোদয়গণ, এটাই খবর । হয় আমাদের এই জাহাজটাকে সাহায্য করতে গিয়ে পিয়ারির আগেই উল্কায় পৌঁছনোর আশা ছাড়তে হবে, না হয় এই বার্তা উপেক্ষা করে নিজেদের পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে... এবার আপনারাই ঠিক করুন ।

কোনও প্রশ্ন নেই, ক্যাপ্টেন । বিপন্ন মানুষদেরই আমাদের সাহায্য করতে হবে, তাতে যদি আমাদের ভাগ্যে কিছু নাও জোটে, তাও...
জানতাম, আপনি এ-কথাই বলবেন, প্রোফেসর । আমরা এখনই যাব...
শাবাশ !
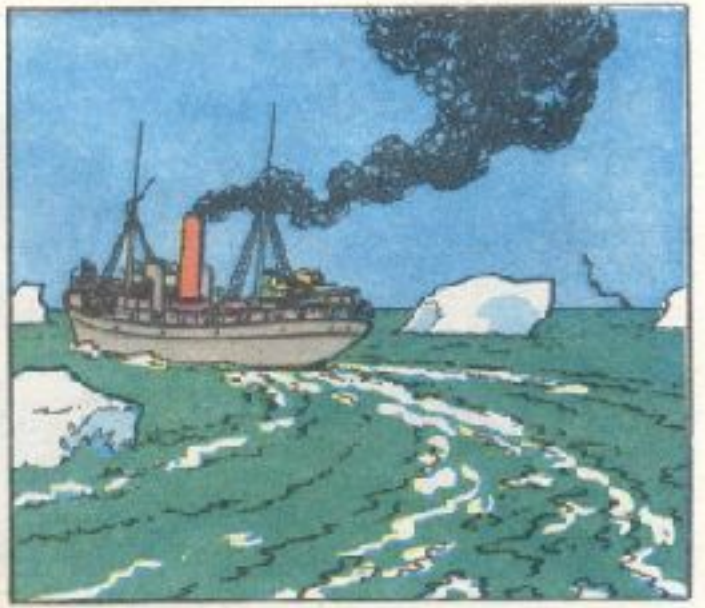
এসো, জানিয়ে দিই, আমরা ওদের সাহায্য করতে যাচ্ছি...
?
RADIO
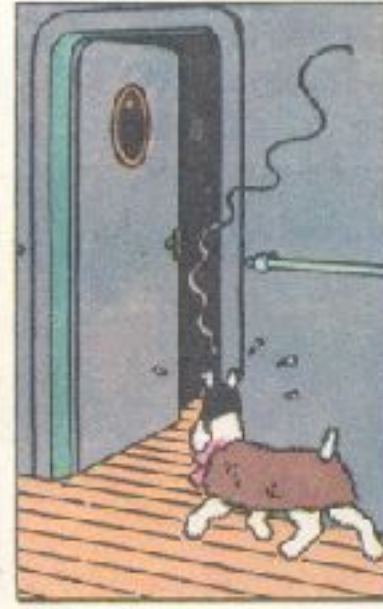
এই দরজাটা আবার বন্ধ করতে ভুলে গেছি...

বিপন্ন 'সিথ' জাহাজকে জানাচ্ছি, মেরু গবেষণা জাহাজ অরোরা। আপনাদের বার্তা পেয়েছি। আমরা যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন। সৌভাগ্য কামনা করছি।
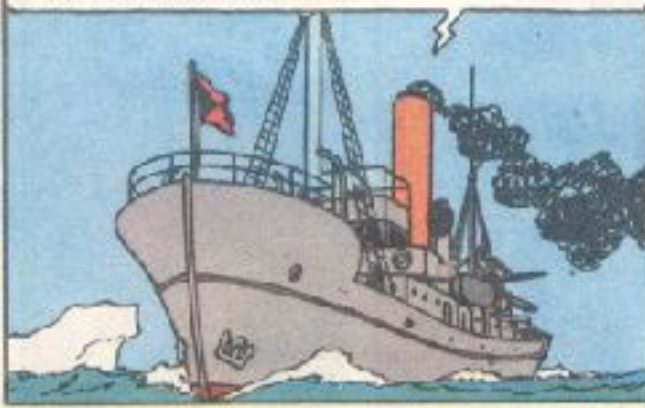
কী খবর ?
এই নিয়ে তিনবার বার্তা পাঠালাম...উত্তর নেই।

মনে হয়, ওদের বেতার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে...
হ্যাঁ, যদি না...

যদি না ওরা... তলিয়ে গেছে ? তুমি কি এটাই বলতে চাইছ ?
না, তা বলছি না...

ক্যাপ্টেন, আমি নিজে একটা বার্তা পাঠাতে চাই। দেবেন ?
অবশ্যই, তবে...

?

এই ভাষাটাই কি পাঠাতে চাও ? অসম্ভব ! জাহাজের নামে আমাদের কী এসে যায় ? যাকগে, সারারাত তোমাকে উত্তরের অপেক্ষায় থাকতে হবে।
সারারাত হ্যাঁ, জানি।

যা খুশি করো। তবে মনে হচ্ছে, এটা পাগলামি। এখন যাচ্ছি। শুভরাত্রি !
শুভরাত্রি, ক্যাপ্টেন...এই যে ? এটা পাঠাতে পারবেন ?
হ্যাঁ

মেরু গবেষণা-জাহাজ অরোরা সমস্ত জাহাজ কোম্পানিকে জানাচ্ছি। যেসব জাহাজের নামের শুরুটা 'সিথ' দিয়ে সেই জাহাজগুলির পুরো নাম এখনই আমাদের জানান। ৭০°৪৫′ উত্তর, ১৯°১২′ পশ্চিমে ওরকম কোনও জাহাজ বিপন্ন কি না, তাও জানান।

পরের দিন সকালে...
সুপ্রভাত। কেমন চলছে? তোমাদের বার্তায় কেউ সাড়া দিয়েছে?

এটাই সব?...আচ্ছা, যে জাহাজটা বিপদে পড়েছে তার নাম কী?
এখনও জানি না। এই যে, নিজে দেখে নিন না...

all well
NAVIGATION AND STEAM SHIP COMPANY
CITY OF YORK: Reports all well
CITY OF BATH
CITY OF EXETER
CITY OF OXFORD
CITY OF LINCOLN
NEW ENGLAND TRANSPORT INC.
COMPAGNIE FRANCAISE DE NAVIGATION
CITOYENNE LOUISE: all well
SOCIETA DI NAVIGAZIONE
CITA DI VERONA: all well on board
C.P.E.S.
CITHERA: Reports all well

বেশ ভালই এগিয়েছে! এখনও নামটা জানতে পারলে না...
শ-শ-শ!...আর একটা সঙ্কেত আসছে।

তাই?
পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। জাহাজের নাম 'সিথারা'।

জন কিংসেবি নেভিগেশন কোম্পানি জানাচ্ছি। সিথারা বিপন্ন।

যা চাইছিলে, পেয়েছ! এই তোমার উত্তর। জন কিংসেবি কোম্পানির জাহাজ 'সিথারা'।

এখন আবার কী খুঁজছ? কত টনের জাহাজ? নাকি ক্যাপ্টেনের বয়স?...বলো, আর কী চাও তুমি?

শেষে আর একটা কথা জানাই, ক্যাপ্টেন। মনে হয়, আগ্রহী হবেন 'সিথারা' নামে কোনও জাহাজ নেই।
!?

কী বলছ?...এটা অসম্ভব।
সত্যি, ক্যাপ্টেন। 'সিথারা' নামে কোনও জাহাজ নেই। নেই জন কিংসেবি নেভিগেশন কোম্পানি। কেউ ভুয়ো এস.ও.এস. পাঠিয়েছে!

ভুয়ো এস.ও.এস!...দেরি করে দেওয়ার জন্য 'পিয়ারি'-ই কি ওটা পাঠিয়েছে? কোনও নাবিক এই কাজ করবে না।
নাবিক? না কিন্তু যারা অভিযানের স্পনসর তারা যদি?

জ্বালা ধরানো, নীল কোটি কোটি ফোসকা! জলদস্যু! ধরতে পারলে রক্ষে পাবে না।

এই বার্তাটা পাঠাও। ভুয়ো জন কিংসেবি কোম্পানিকে মেরু গবেষণা জাহাজ অরোরা। আমাদের ভড়কি দেওয়ার জন্য কষ্ট পেলাম। না, ভাবটা কড়া হল না।...গুণ্ডার দল... বিশ্বাসঘাতক! ঘুণপোকা! সুবিধেবাদী... ...খাঁকর ছাতক।

জলদি, ক্যাপ্টেন। আমরা ওদের পিছু নেব!
আরও জানাও : রিজোলড, এক্টোপ্লাজম!

শোনো, আমরা আর দেরি করব না।

হ্যালো, এঞ্জিন রুম : আমরা পিছু নিচ্ছি। গতি বাড়াও!
ওদের ধরতে পারব কি না, জানি না।

গতি বাড়াব, ক্যাপ্টেন ?...অসম্ভব।... আমরা সবচেয়ে জোরেই যাচ্ছি!

কী করে গতি বাড়াবে জানি না...তবে জোরে যেতেই হবে।

ভুয়ো এস.ও. এস... জলদস্যু! ওদের চালাকি ধরতে না পারলে এখনও দক্ষিণেই যেতাম!... যাক কী করে তোমার সন্দেহ হল ?

গর্জনশীল টাইফুন! কী ব্যাপার ?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...
হ্যাঁ, তুমি সারারাত জেগেছ। যাও, ঘুমিয়ে নাও।

হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেকের জন্য বিশ্রাম নাও।
কেবিনে যাই।

কুট্টুস, চলে আয়।

এরকম সিঁড়ি কে আবিষ্কার করল ? তার নিশ্চয় কুকুর ছিল না!

কুট্টুস ?... কোথায় গেলি ?

ক্লান্ত, পোশাক বদলাতেও ভাল লাগছে না। ঘুম আসছে।
তুমি আমার এই জামাটা খুলে দাও।

কুট্টুস, আর একটু পরেই ঘুমিয়ে কাঠ হয়ে যাব।

কে

জলদি। দ্যাখো!...
হ্যাঁ. কিন্তু

পড়ে দ্যাখো : পিয়ারির এই সঙ্কেত আমরা ধরতে পেরেছি।

বোলউইঙ্কলকে আর.এস.পিয়ারি। আমরা সফল। উল্কা দেখতে পেয়েছি।

ওরা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। আমরা শেষ!

ওঁ...ওঁ...ওঁ...

এখনও শেষ হয়ে যাইনি।...সিপ্লেন, ক্যাপ্টেন! এখনই সিপ্লেন প্রস্তুত রাখুন।

...পাইলটকে জানিয়ে দিন, আমরা এখনই রওনা হব।
ঠিক আছে।
এই? তুমি ঘুমোচ্ছিলে?

আমি না ফেরা পর্যন্ত তুই এখানে থাকিস কুট্টুস...

বোকা'র মতো কিছু করিস না. কুট্টুস : শিগ্গির ফিরব।
E.F.S.

উঁ...উঁ...উঁ...উঁ !
ভয় পাস না কুট্টুস
ওর দেরি হবে না
ওঁয়াও—ঔ—ঔ—
—ঔ—ঔ—ঔ—ঔ
মৃতের জন্য এভাবে
কাঁদে । অশুভ লক্ষণ...
?
এবার কী চায় ?...হঠাৎ
এত খুশি !
জ্বালা ধরানো ফোসকা
প্লেন ফিরে আসছে...
ও নামছে...এর অর্থ কী ?
পতাকা !...উল্কার ওপর যে পতাকাটা পুঁতব
সেটা ভুলে গেছি ।
গর্জনশীল টাইফুন ! আমরাও ভুলে
গেছি...
E.F.S.R.
আমি ওটা নিয়ে
আসছি ।
এই যে !
ধন্যবাদ !
আমরা আসছি !
কুট্টুস ! এদিকে আয়, কুট্টুস !...
E.F.S.R.
টিনটিন !...নজর রাখো !
কুট্টুস তোমার কাছে যাচ্ছে !

ও কলম্বাস ! ওরা ওকে দেখতে পায়নি ! বেচারা কুট্টুস !
কী হবে কে জানে !

E.F.S.R.

বেতার ! বেতারে ওদের হুঁশিয়ার করে দিই ।

হ্যালো ?...হ্যালো ?... কুট্টুস তোমার সঙ্গে গেছে !... হ্যাঁ, কুট্টুস... ও এখন প্লেনের ডানা ধরে নিজেকে সামলাচ্ছে ।

!
!
E.F.

আমাদের নামতেই হবে ।
না, নষ্ট করার মতো সময় নেই...

E.F.

E.F.

E.

হ্যালো ?...হ্যালো ?... কুট্টুস নিরাপদ । হ্যাঁ, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি...

আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি ।...ওই যে বাষ্পের মেঘ উল্কা থেকে উঠছে ।...

কিছু সময় পরে

হ্যালো, হ্যালো ?...ক্যাপ্টেন হ্যাডক বলছি । কোনও খবর ?

কোনও হিমশৈলই চোখে পড়ছে না। বাষ্পের মেঘও এখন বেশ কাছে। আমরা নিশ্চয় খুব একটা দূরে নই।

উল্কা! ওই যে উল্কা!
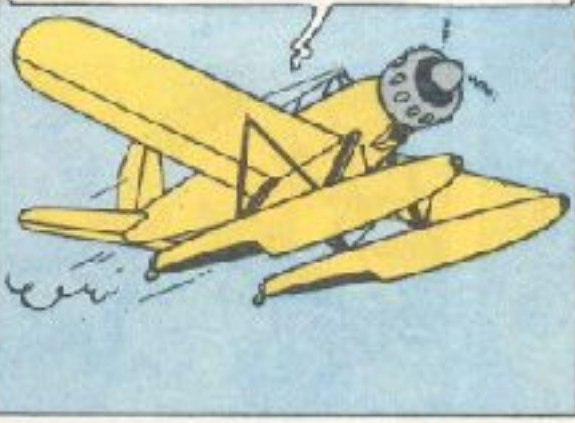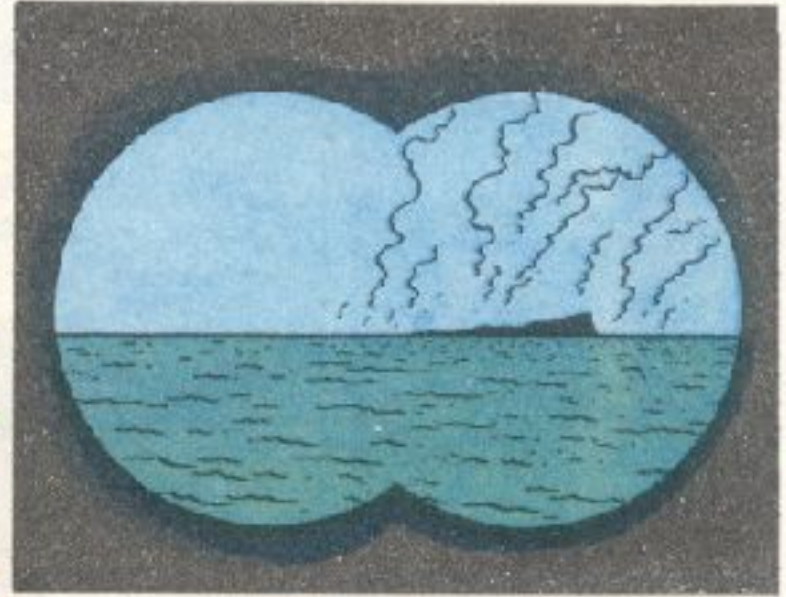
হ্যালো... টিনটিন বলছি ...আমরা উল্কা দেখতে পাচ্ছি !!
সত্যি ?...তুমি উল্কা দেখতে পাচ্ছ !...শাবাশ ! ...ওটা দেখতে কেমন ?

একটা দ্বীপের মতো পশ্চিম দিকে একটু হেলে আছে, আর.. 'পিয়ারি' আমাদের হারিয়ে দিয়েছে !

'পিয়ারি' ওদের হারিয়ে দিয়েছে।

আমাকে বলো...মনে হচ্ছে, উল্কার চূড়ায় ওদের পতাকা উড়ছে ?

ওদের পতাকা ?... অপেক্ষা করুন...না, কোনও পতাকা দেখছি না...

হুররে ! তা হলে এখনও আশা আছে !

হয়তো ! 'পিয়ারি'-তে কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারি ...দেখে মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে...

হ্যাঁ...ওরা একটা বোট নামিয়েছে...

বাস ! উল্কাটা আমাদের !

ফররররররররর
হ্যালো ! মনে হচ্ছে এঞ্জিনের শব্দ...
ওই যে ক্যাপ্টেন, একটা প্লেন !

ওটা হল 'অরোরা'-র সিপ্লেন ।

বাঃ ! সমুদ্রে নেমে এসে ওরা রবারের ডিঙি নামানোর আগেই আমাদের লোকেরা উল্কায় পৌঁছে যাবে ।

যাই হোক, দেখে মনে হয় না, ওদের নামার ইচ্ছে আছে । উল্কার ওপর দিয়ে ওরা স্রেফ চক্কর দিচ্ছে...

ওঁয়াও !

প্যারাশুটে ঝাঁপ দিয়েছে । দ্বীপে নেমে পতাকা পুঁততে যাচ্ছে !

ধুত !...পতাকা !...

ভাগ্য ভাল !

সে ওই নামছে ! আমাদের আগেই পৌঁছে যাবে ।
না ! ওকে কীভাবে থামাতে হয় জানি ।

জোরে !...
আরও জোরে !...

দাঁড় টানো...টানো !... জোরে !
আরও জোরে !...আমাদের
আগেই সে পৌঁছে যাবে !

এবার নামতে পারব !

আমাদের ছেলেদের আগেই সে পৌঁছে যাবে। আমরা হেরে গেলাম।
এখনও হারিনি...

?

কী করছ ফ্র্যাঙ্ক ?
মাথা খারাপ নাকি ?

বাঁচাও ! বাতাস আমাকে বেশ
দূরে ঠেলে দিয়েছে !

?

হুরে ! আর একবার
দাঁড় টানলেই ওখানে
পৌঁছে যাব আমরা !

জলদি ! জলদি !

খুলতে পারছি না !
দড়িটা খুলছে...

দ্যাখো, সে ওই পতাকা পুঁতেছে !

E.F.S.R.

E.F.S.R.

জয় ! উল্কায় আমাদের পতাকা উড়ছে !

জয় !!

সে এখন নামছে !

কুট্টুস তোমার কাছে যাচ্ছে ! সে আর আমার কাছে থাকতে চাইছে না ।
ভেউ
তা হলে আয় কুট্টুস...
E.F.S.R.

?
ওয়াও ও ও য় !
E.F.S.R.

কুট্টুস, আহা কুট্টুস !...পাথরে বোধহয় তোর ধাক্কা লেগেছে ।
উয়া য়া য়া য়া !
উঃ ! উহু !...
উঃ !...উঃ !...উহু হু !...
ওঁয়াও ও ও !
জল ফুটছে !...
হ্যালো ?...
হ্যালো ?...
হ্যালো ?...
হ্যালো, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি...
হ্যাঁ...কী ?
দারুণ...তিনদিন...
হ্যাঁ...অবশ্যই ভাল ।
ঠিক আছে...
'অরোরা'-র এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওর গতি কমাতে হয়েছে । এখানে ওর আসতে তিনদিন লাগবে । আমরা অপেক্ষা করতে পারব না ; আমাদের সরবরাহ নেই । তাই ওর কাছে ফিরে যেতে হবে । যাই হোক, আমাদের সফর সফল হয়েছে । তুমি কি আসছ ?
অসম্ভব । দ্বীপে পাহারা দেওয়ার জন্য এখানে কারও থাকা দরকার : এটাই বুদ্ধিমানের কাজ ।
তা হলে এখন কী করব ?
একটাই উত্তর : আমি এখানে থাকব । তুমি সরবরাহ নিয়ে এসো, অপেক্ষা করব ? ঠিক আছে ?
টিনটিন, তুমি নিশ্চয় বলছ না, খালি পেটে এই দ্বীপে আমরা পড়ে থাকব ?
ঠিক আছে...আমার জরুরি যে রেশন আছে, তোমাদের দিয়ে যাব : কিছু বিস্কুট, একটা আপেল, আর এক ফ্লাস্ক জল ।
এই নাও...
ধন্যবাদ ।
বিদায় । তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি ।
সকালে ফিরে আসব ।
ওই সে চলে যাচ্ছে ।
ও ফিরে এলে খুশিই হব ।

কুট্টুস, এখন কিছু খাওয়া যাক...
ভাল কথা !

একটা আপেল, জাহাজের বিস্কুট ও জল : উপোস করতে হবে কুট্টুস !
কীভাবে !

উপোস !...সন্ত ফিলিপ্পলাসের কথা মনে পড়ছে ! খিদে, ঠাণ্ডা এসব নিয়ে ওঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী !

সেই দুঃস্বপ্নের মুহূর্ত, যখন তিনি আমাদের ভয় দেখিয়েছিলেন : "বিচার !...হ্যাঁ !...বিচার মানতেই হবে !

সেই বিচারটা হল বিশাল এক মাকড়সা । ইস, ভাবলেই এখনও শরীর হিম হয়ে যায় ।

মাকড়সা !

ওকে মারো, টিনটিন !

পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে !

যাক গে, আয় কুট্টুস...

খেতে ভাল লাগছে, কুট্টুস ! ভুলে যাই সর্বনাশা সেই সন্তের কথা, ওর সেই মাকড়সা আর "ঢং ঢং ঢং" !

ঢং
ঢং
ঢং

কী বোকাই না আমি ! এ তো 'পিয়ারি'-র ঘণ্টা !
ঢং
ঢং
ঢং

এখন ওদেরও খাওয়ার সময়, আমার মনে হয় ।

সব শেষ করে ফেলেছিস, কুট্টুস ? তোকে দেওয়ার আর কিছু নেই । দুটো বিস্কুট থাকল, কালকের জন্য ।

এখনও খিদে লাগছে । টিনটিনের তো একটা আপেল আছে । দেখি, মুখে দেওয়ার মতো কিছু একটা যদি পাই ।

ধুস ! আপেলে একটা পোকা...
কিচ্ছু নেই...

ধুত্তেরি !

তুই আসবি কুট্টুস ? এখন উঠি । খুব ক্লান্ত লাগছে !

প্যারাশুটটা ফের কাজে লাগছে। ওটা পেতে ঘুমোনো যায়। আবার গায়ে জড়ানোও যায় কম্বলের মতো।
ভাগ্য ভাল আমাদের। বাতাস মোটামুটি উষ্ণ। অসাধারণ ব্যাপার, আমরা যখন মেরুর এত কাছে আছি।
শুভরাত্রি কুট্টুস! ভালভাবে নজর রাখিস!...
ফটাস
?
একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম মনে হচ্ছে... আরে, 'পিয়ারি' বেপাত্তা! আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম সে নিশ্চয় নোঙর তুলেছে।
তবু, ওই বিস্ফোরণ?... স্বপ্ন দেখছিলাম, মনে হচ্ছে...
ফটাস
!
টিনটিন, আমার ভ...ভয় লাগছে!
বুঝতে পেরেছি! নিশ্চয় এই দ্বীপটারই কাণ্ড! এটা হয়তো ছোট আগ্নেয়গিরি... নয়তো সেরকমই কিছু একটা!
না, কোথাও ফাটলের চিহ্ন নেই, নেই গর্ত... তা হলে?
!
ওঁয়াও! ওঁয়াও!
কুট্টুস কী একটা দেখতে পেয়েছে! দেখে খুশি হয়েছে... মনে হচ্ছে!
ডিম!...একটা ডিম!! কী কাণ্ড! কে পাড়ল!
টিনটিন, এসো এটা তুলে দেখি!
কিন্তু...কিন্তু...ঠিক দেখছি তো... ডিমটা বাড়ছে!
এটা ডিম নয়। এ এক ছত্রাক!...

ফ টা স
ছত্রাক...
বাতাসে উপে
গেল ।
ফটাস
ফটাস
ফটাস
ফটাস
ফটাস
ফটাস
মনে হচ্ছে সব
জুড়িয়ে এল !
ফটাস
হ্যাঁ, সব শেষ ! উঃ ।
এ যদি নতুন ধাতুর প্রভাব হয়,
তা হলে আরও চমক আমরা
দেখতে পাব !...
সসস !...
না, কিছু না । আকাশে
কিছু দেখতে পাচ্ছি না ।
মনে হল, এঞ্জিনের শব্দের
মতো ।
!
আপেল গাছ !...হা ঈশ্বর, এটা আপেল গাছ । ...গতকাল
আপেলের ভেতরটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেটা থেকেই
হয়েছে ।... অবিশ্বাস্য !...উদ্ভট !
চোখ খোলা
রাখছি, গাছটাও
যদি উপে যায় ।
এ নিশ্চয়ই
ম্যাজিক !

উয়ায়ায়া !

ছোঃ !...যা পালা,
ভয়াল পতঙ্গ কোথাকার !

হতে পারে না...হ্যাঁ, আপেলের যে পোকাটা ফেলে দিয়েছিলাম, এটা তার থেকেই হয়েছে ।

বুড়ো কুট্টুস, সবই যদি বাড়তে থাকে, তা হলে তো মুশকিল !

কিন্তু...কিন্তু...মাকড়সা !... যে মাকড়সাটা কাল রাত্রে বাক্স থেকে পালিয়ে গেল ।
তোমার কি মনে হয় না সেটাও বড় হয়েছে ?

ওটা যদি এখনও বেঁচে থাকে তা হলে আপেল গাছের কাছে থাকবে : মানে, কাল যেখানে বসে ছিলাম ।

সাবধান !...যে কোনও সময় ওটা বেরিয়ে আসতে পারে...

?

কী কাণ্ড !

?
?

ভূমিকম্প ! এটাই শেষ মার !
কীসের শব্দ
হচ্ছে ?
বাঁচাও ! বিশাল ঢেউ সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে !
উঃ ! বাঁচা গেছে ! জল এতটা উঠবে না !
আমি বলছি, পুরো দ্বীপটা ঝুঁকে পড়েছে !
এদিকে আরও আপেল গাছ
গজিয়ে উঠেছে !
এই, মাকড়সাটার
কী হল ?
স-স-স !...চুপ !...
এবার ঠিক বলছি...এঞ্জিনের
শব্দ শুনতে পাচ্ছি !
ওই দ্যাখ কুট্টুস ! সি-প্লেন...
হুরে !...আমরা
বেঁচে গেলাম !
ও, আমার
সকাল ভাল !

আ হা, ট্রা-লা লা-লা !

ট্রা-লা-লা-লা-লা-লা
লা-আ-আ-আ

যেমনটি চেয়েছি,
সেভাবেই চলছে !

ইস ! এ কোন দৈত্য !

একটা পাথর
যদি পাই...

পেয়েছি !...
ওটা এখনও
আছে

এবার ভালভাবে
তাক করে...

লাগল না !

ইস ! আবার
ভূমিকম্প !
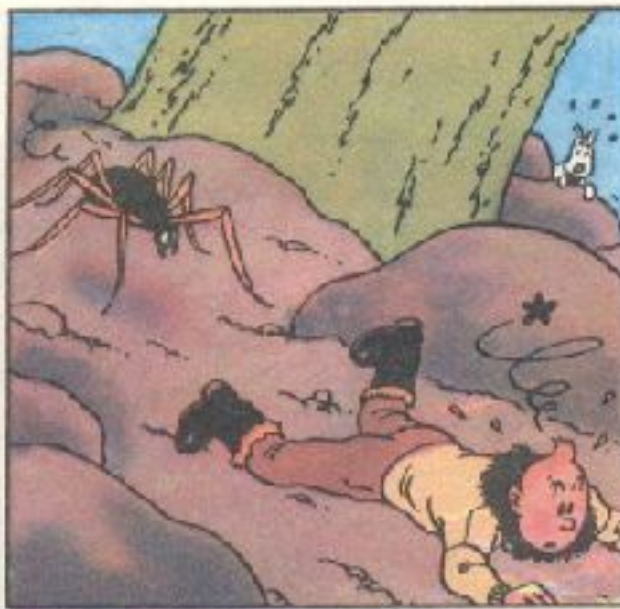
!
উঃ ! অল্পের জন্য বেঁচে গেছি । ভাগ্যিস আপেলগাছটা ছিল !
হ্যালো ? হ্যালো ?..উল্কাটা ভূমিকম্পে ঝুঁকে পড়েছে । সাগরে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে ।
কী বললে ? ভূমিকম্প ? উল্কাটা তলিয়ে যাচ্ছে ? টিনটিনের কী খবর ? কোথায় সে ?
উল্কাটাকে আমরা হারাতে চলেছি ?
ওকে দেখতে পাচ্ছি না...ও, হ্যাঁ...বিশাল একটা গাছের নীচে ও পড়ে আছে, একেবারে নিস্পন্দ । জল বাড়ছে...
নামার চেষ্টা করো ! টিনটিনকে বাঁচাতেই হবে !
নামা অসম্ভব, ক্যাপ্টেন ! সমুদ্র উত্তাল !..
টিনটিন ! টিনটিন ওঠো...
সাড়াশব্দ নেই । জলও বাড়ছে ..কী যে করি !
উয়া !...উ য়া য়া !..
কিছুই হল না !..কিন্তু ওকে ওঠাতেই হবে !
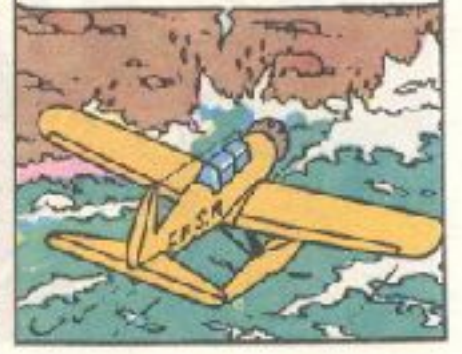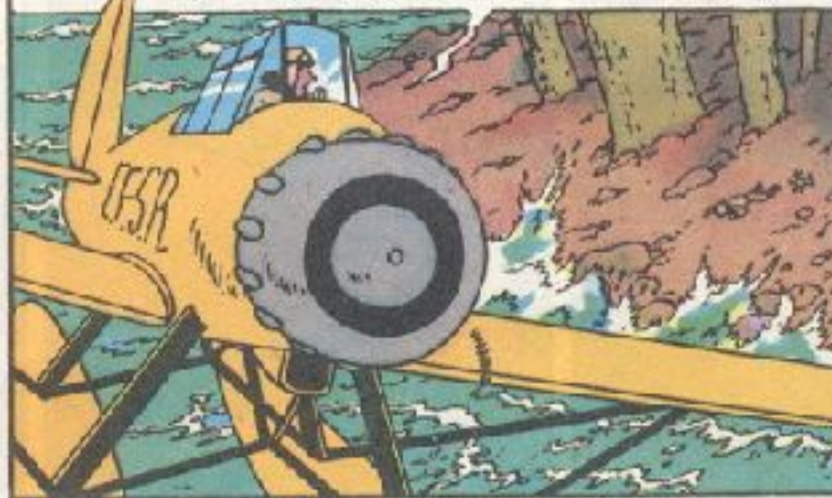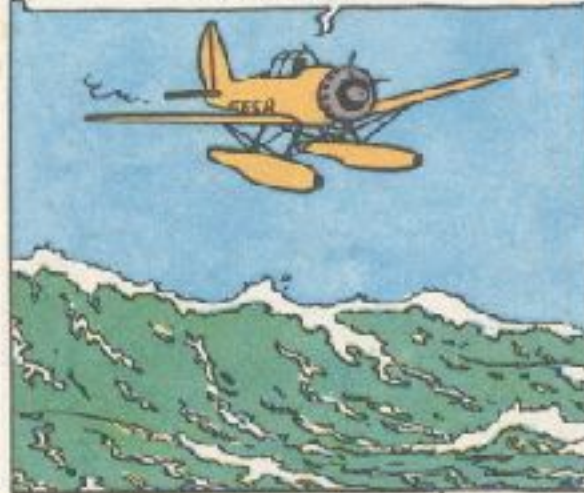
উঃ ! আঃ !

তোর কী হয়েছে বল তো কুট্টুস ? আমাকে কামড়ালি কেন ?
জলদি ! ওঠো, যেতে হবে ।

কী হল আবার ? ...ধুত ! উস্কাটা টাল খাচ্ছে !

জলদি, একেবারে চূড়োয় গিয়ে দাঁড়াই । দ্বীপটা আরও বসে যাচ্ছে...

এই তো !
ওকে বাঁচাতেই হবে !

E.F.S.R.

কী করছে ও ? নামছে
কি ?...স্রেফ পাগলামি !

ওকে আর দেখছি না। ভগবানের কাছে
প্রার্থনা, ওর প্লেন যেন ঠিক থাকে।

নেমেছে। নিরাপদে নেমেছে।

আবার ঢেউয়ের আড়ালে
চলে গেল...

শাবাশ ! রবারের ডিঙিটা
ভাসাতে পেরেছে।

আর এগনো যাচ্ছে না। পাথরে ধাক্কা
লেগে মরে যাব। দড়ি ছুড়ছি,
লাইফ-জ্যাকেট বেঁধে দিয়েছি। দড়িটা
ধরো লাইফ জ্যাকেটটা
পরে নাও।
হ্যাঁ !

জলদি কুট্টুস। ডিঙিটায়
পৌঁছতে হবে।
লাফাব ? আমি ?
কক্ষনো না !

কুট্টুস, কুট্টুস !
...আয়, চলে আয়।
এখনই !

জলে নামব না !
উঁয়া, উঁয়া !
ঠিক আছে। কাঁদিস না। তোকে জলে নামতে হবে না।
তোকে ছুড়ে দিচ্ছি, ধরো !
এক...দুই...
না, ও জলে পড়ে যেতে পারে। অন্যভাবে চেষ্টা করি !
আয়, কুট্টুস।
উঠে পড়।
?
কুট্টুস নিরাপদ। এবার আমার পালা। ... তার আগে...
...পতাকাটা রেখে আসি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন ওটা ওড়ে...
দড়িটা তোমাকে ছুড়ে দিচ্ছি। আমাকে টেনে তুলবে।
ঠিক আছে !
এবার শুরু !

ধরেছি !

বেঁচেছি
এখন জলদি এখান
থেকে যাওয়া দরকার

আমি
কী বোকা !

?

কী করছ তুমি ?
ফিরে যাওয়া তো পাগলামি !

দোহাই, ফিরে এসো। উল্কার সঙ্গে
তুমিও ডুবে যাবে !

প্রোফেসর ফস্টলের জন্য এক টুকরো
উল্কা নিতেই হবে। না হলে এত চেষ্টা বৃথা !

জলদি !...ধরো !

টিনটিন ! টিনটিনকে
দেখতে পাচ্ছি না !

টিনটিনের চিহ্নই
নেই...
হ্যাঁ, উল্কার টুকরোটা ধরে আছে...
পতাকাও আছে !
ইতিমধ্যে...
একটা শব্দও নেই...
কী হল ওদের ?
এই তো ওরা !...পেয়েছি ওদের !
হ্যালো ? হ্যালো ?...
সিপ্লেন ?
হ্যালো ?...হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
ভাল !
উল্কা ? কী হল
উল্কার ?
ওরা ফিরে আসছে ! নিরাপদ ! শাবাশ !
কয়েক ঘণ্টা পরে...
ওই তো ওরা ওই যে !
এই যে, এক টুকরো ফসট্লাইট
নিয়ে এসেছি,...অভিযানের পতাকায় মুড়ে !
?

কয়েক সপ্তাহ পরে...

মেরু গবেষণা জাহাজ 'অরোরা' শীঘ্রই দেশে ফিরছে। আর্কটিক সমুদ্রে পড়া উল্কার সন্ধানে গিয়েছিল এই জাহাজ। হয়তো জলের নীচে কোনও বিপর্যয়ের ফলেই উল্কাটি তলিয়ে যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে তার খোঁজ মেলে, অভিযান সফল হয়। তরুণ রিপোর্টার টিনটিনের সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে